পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের তপস্যাকালীন বাণী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

ঐশ-পরিচালনা: মরুপথ দিয়ে মুক্তির উদ্দেশ্যে যাত্রা

প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৬ ❖ ১৮ - ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

শহীদ দিবস

অমর

২১শে

ফেব্রুয়ারি

একুশের চেতনা আমাদের অনুপ্রেরণা

মাতৃভাষা নিয়ে ভাবনা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ক্লারা ক্লেমেন্টিনা ছেড়াও
আগমন : ৬ মার্চ, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান : ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে!

তুমি ছিলে আমাদের নিরাপদ আশ্রয়, তোমার কোল ছিল অভয়াশ্রম। তাইতো তোমাকে নিয়ে যখন ভাবি, শূন্যতায় বুকটা ভারী হয়ে ওঠে। তোমার উপস্থিতিই ছিল আমাদের অনুপ্রেরণা এবং জীবন চলার পাথেয়। তোমার নীরব সেবা, গভীর আধ্যাত্মিকতা, ধৈর্যশীলতা, শান্তিময়তা, ভালবাসাময় স্পর্শ সবই তো প্রতিনিয়ত অনুভব করি। সবই চলছে আগের মতোই। কিন্তু তুমি তো নেই। তোমার সহানুভূতিপূর্ণ ভালবাসা, আদর-যত্ন, প্রতিনিয়ত সবার প্রতি বিশেষ যত্ন-আর কে নেবে? তুমি তো নেই, রইলাম শুধু আমরা। আমাদের স্মৃতিতে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই তুমি স্মরণীয়, বরণীয় এবং আমাদের চলার পথের আদর্শ ও শক্তি। তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো যেন আমাদের চলার পথ সুগম হয়। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে সবাই যেন তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঈশ্বর নির্ভরশীল হতে পারি ও একাত্মতায় জীবন চালাতে পারি।

তোমারই শোকাহত আমরা–

যোনাথন, জেইভান, জিয়ানা, ড্যানিয়েলা, ইথান, নাথান, জোভানা, এথেনা, ভিয়ান, ডিলেন, জয়েস, সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ, টনি, লিমা-ডেভিড, মার্টিন-লিজ, জনি-জ্যোতি, মার্ভিন, ববি, ঝুমা-ফেবিয়ান, শেলী-নূপুর, সিস্টার মেরী প্রণতি এসএমআরএ, দিলিপ-কনিকা, কানন, মনিকা-অনিল, সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ ও সুব্রত-রেনু।

হারবাইদ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/৩৪/২০২৪

দাদা তুমি ছিলে, তুমি আছো, থাকবে তুমি যুগ যুগান্তরে

স্বর্গীয় ভ্যালেন্টাইন আশীষ গমেজ (আশু)
জন্ম: ৩০ নভেম্বর, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
মোলাশীকান্দা নতুন গেঙ্গীর বাড়ী

বিগত ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি: রোজ বৃহস্পতিবার ভ্যালেন্টাইন আশীষ গমেজ (আশু) এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে স্বর্গধামে চলে গেছেন। তিনি স্বর্গীয় এন্ড্রু গমেজ ও যোয়ানা গমেজের চতুর্থ সন্তান। পরিবারের দায়িত্ব নিতে দাদা পড়াশুনা শেষ করেই চাকরী জীবনে আত্মনিয়োগ করেন। ২০ বছর বয়স থেকে অদ্যাবধি চাকরী জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরিবারের সকল দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন। সারাজীবন কর্মব্যস্ততার পর আজ যখন অবসরগ্রহণ করে একটু সুখের মুখ দেখেছেন ঠিক সেই সময়ই ঈশ্বর দাদাকে তাঁর কাছে ডেকে নিলেন। দাদা তোমাকে এই মুহূর্তে পরিবারে অনেক বেশী প্রয়োজন ছিল কিন্তু ঈশ্বরের কাছে তুমি আরোও বেশী প্রয়োজন। তাই ঈশ্বর তোমাকে তাঁর কাছে স্থান করে দিয়েছেন।

ব্যক্তিজীবনে দাদা ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, সঞ্চয়ী, সৌন্দর্যের পূজারী, সৎ, ধর্মভীরু ও কষ্টসহিষ্ণু। দাদার আচরণ ও ব্যবহার ছিল অমায়িক। ভাষা ছিল শ্রুতিমধুর। অনেক আদর দিয়ে আমাদের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করতেন। দেশে-বিদেশে সকল ভাইবোনদের সাথে খুবই ভাল সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন। আমরা পরিবারে ৮ বোন আজ তিন মাসের ব্যবধানে দুই দাদাকে হারিয়ে বুঝতে পারি ভাইয়েরা বোনদের কাছে কত প্রিয় ও আদরের এবং সম্মানের। দাদা তোমার আশীর্বাদ ও আদর্শ আমাদের চলার পথের পাথেয় ও আলোক নির্দেশনা। দাদা তুমি স্বর্গে বাবা ও মা'র কাছে আছো। তুমি ঐ স্বর্গধাম থেকে আমাদের সকলকে প্রাণভরে আশীর্বাদ কর। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমাকে তাঁর অনন্তধামে চিরসুখী করেন।

শোকাহত–
তোমার আদরের ও শ্রদ্ধাশীল আট বোন:
মেবেলদি, রেণুদি, পারুল, লক্ষ্মী, এলছি,
সিস্টার গ্রেসী মুকুলী, আরএনডিএম, অঞ্জলী ও শর্মিলা (কুট্টি)।
গ্রাম: মোলাশীকান্দা, হাসনাবাদ ধর্মপল্লী।

বিজ্ঞ/৩৫/২০২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ০৬
১৮ - ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
৫ - ১১ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

মাতৃভাষা ও ভালোবাসার শুদ্ধ চর্চা প্রয়োজন

যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ভাষা। ভাষার মধ্যদিয়েই একজন ব্যক্তি হৃদয়-মনের আবেগ-অনুভূতি ও ভালোবাসা প্রকাশ করার চেষ্টা করে। আর এই ভাষা একজন ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শিখে পরিবারের সদস্যদের মধ্যদিয়ে বিশেষভাবে মায়ের কাছ থেকে। তাই মা-মাটির মতো মাতৃভাষাও একজন ব্যক্তির কাছে অতি প্রিয় ও আদরণীয়। আসলে মানুষের ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও জাতীয় জীবনের বিকাশ ঘটে ভাষার মাধ্যমে। এ কারণেই মাতৃভাষা সকল মানুষের কাছেই ভালোবাসার ও আপন সম্পদ। বাংলার মানুষের কাছেও মাতৃভাষা তাই ছিল। সঙ্গতকারণেই প্রাণের ও ভালোবাসার সম্পদের উপর যখন আঘাত আসে তখন বাংলার মানুষ রুখে দাঁড়ায়। নিজ ভাষার মান রক্ষা এবং যথার্থ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলার দামাল ছেলেরা বুকের রক্তে রঞ্জিত করেছিলেন ঢাকার রাজপথ। পৃথিবীর ইতিহাসে সৃষ্টি হয়েছিল মাতৃভাষার জন্য আত্মদানের অভূতপূর্ব নজির। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস ছিল একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন।

ভাষা আন্দোলন শুধু একটি ভাষার স্বীকৃতির সংগ্রাম ছিল না, বরং এটি ছিল সাংস্কৃতিক নির্মূল ও রাজনৈতিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে গভীরতর সংগ্রামের প্রতীক। একুশের প্রভাব পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনা জাগিয়ে, তার তাৎক্ষণিক লক্ষ্যের বাইরে অনেক বেশি প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। এটি একতা, সংহতি এবং জাতীয় পরিচয়ের বোধকে লালন করে। যা ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সীমানা অতিক্রম করে, রাজনৈতিক জাগরণের মঞ্চ তৈরি করে। যা অবশেষে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ এবং একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশের জন্মের দিকে নিয়ে যায়। ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটি একটি স্থায়ী পাঠ হিসাবে কাজ করে যে অন্যায় এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তা যতই দুঃসাধ্য হোক না কেন, একটি নিরর্থক সাধনা নয়, বরং একটি মহৎ এবং অপরিহার্য প্রচেষ্টা।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় বিশ্বব্যাপী একুশের তাৎপর্য আরও বৃদ্ধি পায়। এই স্বীকৃতি শুধু বাংলাদেশের জন্য সম্মান নয়; এটি ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের জন্য বিশ্বজনীন সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা। এটি আমাদের ভাগ করা মানব ঐতিহ্যের ভিত্তি হিসেবে ভাষাগত বৈচিত্র্যের গুরুত্বকে স্বীকার করে এবং সমস্ত ভাষাকে রক্ষা ও উদ্‌যাপন করার জরুরি প্রয়োজনের ওপর জোর দেয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ভাষাগত অধিকার এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্বেষণে করা আত্মত্যাগের একটি মর্মস্পর্শী স্মারক হিসাবে কাজ করে। এটি ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা, বহুভাষিক শিক্ষার বিস্তার এবং এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য একটি নতুন প্রতিশ্রুতির আহ্বান জানায়, যেখানে বিশ্বের সমস্ত ভাষা উন্নতি করতে পারে।

পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলা ভাষাকে প্রকৃতভাবে ভালোবাসতে হবে ও শুদ্ধভাবে তা চর্চা করতে হবে। বাংলা ভাষার ইতিহাস ও ব্যাকরণ জানার ব্যবস্থা করা দরকার। তথ্য-প্রযুক্তির জন্য বাংলা ভাষাকে উপযোগীকরণের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মহল যেমনি সম্মানিত করেছে আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে অন্য ভাষাকে যথাযথ সম্মান করার। কষ্টদায়ক হলেও সত্য যে, ব্যাপকভাবে না হলেও ব্যক্তিগতভাবে ও সামাজিকভাবে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর ভাষাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। শুধু তাদের ভাষা নয়, ঐ মানুষগুলোও অবহেলার শিকার হয় এবং প্রাপ্য মর্যাদা অনেক সময় পায় না। এটি বৃহত্তর সমাজে কারো মধ্যে থাকলে তা পরিবর্তন করা দরকার।

মাতৃভাষা রক্ষা, লালন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাতৃভাষাকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যারা অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদেরকে বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি। শুদ্ধভাবে ভাষা চর্চা ও সকলের মাতৃভাষাকে সম্মান করে ভাষা শহীদদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারি। খ্রিস্টমণ্ডলীতে ভস্ম বুধবারের মধ্যদিয়ে ৪০দিন সময়কালের তপস্যাকালের সূচনা হলো। ঈশ্বরের দয়া-ক্ষমা ও প্রতিবেশির প্রতি আরো বেশি মনোযোগী হয়ে নিজেকে শুদ্ধকরণের যাত্রা শুরু করি। †

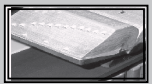

তিনি বলছিলেন, 'কাল পূর্ণ হল, ও ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে: মনপরিবর্তন কর ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর।' - ***মার্ক ১:১৫***

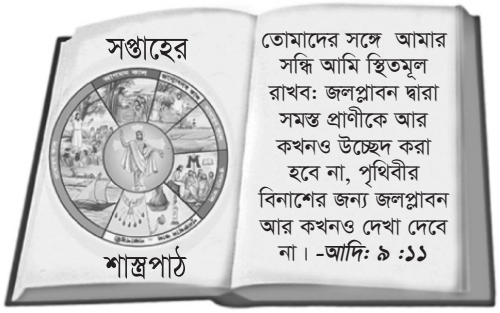

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৮ - ২৪, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

১৮ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
আদি ৯: ৮-১৫, সাম ২৫: ৪-৫কখ, ৬-৭, ৮-৯, ১ পিত ৩: ১৮-২২, মার্ক ১: ১২-১৫
(আগামী রবিবার পুণ্য ভূমির জন্য দান সংগ্রহের ঘোষণা)
১৯ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
লেবী ১৯: ১-২, ১১-১৮, সাম ১৯: ৭-১০, মথি ২৫: ৩১-৪৬
২০ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
ইসা ৫৫: ১০-১১, সাম ৩৪: ৩-৬, ১৫-১৮, মথি ৬: ৭-১৫
২১ফেব্রুয়ারি, বুধবার
যোনা ৩: ১-১০, সাম ৫১: ১-২, ১০-১১, ১৬-১৭, লুক ১১: ২৯-৩২
শহীদ দিবস (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)
শহীদ দিবসের খ্রীষ্টযাগ/প্রার্থনানুষ্ঠানের জন্য পাঠসমূহ:
২ মাকা ৭: ১-২, ৯-১৪, ২২-২৩ বা রোমীয় ৮: ৩৫-৩৯, সাম ৯২: ৯-১৬, লুক ২১: ১২-১৯
২২ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
সাধু পিতরের ধর্মাসন
১ পিত ৫: ১-৪, সাম ২৩: ১-৬, মথি ১৬: ১৩-১৯
২৩ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
এজে ১৮: ২১-২৮, সাম ১৩০: ১-৮, মথি ৫: ২০-২৬
২৪ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
২ বিব ২৬: ১৬-১৯, সাম ১১৯: ১-২, ৪-৫, ৭-৮, মথি ৫: ৪৩-৪৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৮ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৩৬ সিস্টার এম. বার্কম্যান্স আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৪ সিস্টার মারী ভিয়ান্নী স্টোনস্ট্রিট সিএসসি
+ ১৯৯৪ ব্রাদার জেরাল্ড ক্রেগার সিএসসি (ঢাকা)
১৯ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৫৩ বিশপ জে. বি. আনসেলমো (দিনাজপুর)
+ ১৯৭৪ ব্রাদার লিও স্টোক্স এসএক্স (খুলনা)
+ ১৯৭৮ সিস্টার এম. ভিন্সেন্সিয়া এমসি
২০ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+১৯৯৭ সিস্টার পাস্কাল এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০১১ সিস্টার লুইজিনা রোজারিও এসসি (ঢাকা)
২১ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৯৬ সিস্টার থিওডোরা চেম্পালিল এসসি (ঢাকা)
২২ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ২০০৬ সিস্টার কামিল্লা আন্দ্রেয়লা এসসি (রাজশাহী)
২৩ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ২০০৬ সিস্টার মেরী রত্না এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৯ সিস্টার মেরী এথেরিল্ডা ডি'রোজারিও আনএনডিএম
২৪ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ বিশপ মাইকেল অতুল ডি' রোজারিও এর মৃত্যুবার্ষিকী (২০১৬)
+ ১৯৫৪ সিস্টার এম. কনডিইড আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৫৯ ফাদার উইলিয়াম মারফি সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৬ বিশপ মাইকেল অতুল ডি' রোজারিও (খুলনা)

চতুর্থ অধ্যায়
অন্যান্য উপাসনা- অনুষ্ঠান

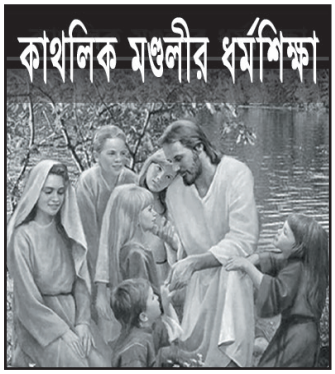

১৬৭২: কতিপয় আশীর্বাদের স্থানকে সংরক্ষণ করে। আশীর্বাদগুলোর মধ্যে যেগুলো ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য- সংস্কারীয় অভিষেকের সঙ্গে তুলনীয় নয় –সেগুলো মঠের বা মঠাধ্যক্ষায় আশীর্বাদ, কুমারী ও বিধবাদের উৎসর্গ, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের রীতি, এবং মণ্ডলীর কতিপয় সেবাকর্মীর আশীর্বাদ (পাঠক-পাঠিকা, বেদীর সেবক–সেবিকা, কাটিখিস্ট ইত্যাদি)। কোন গির্জা বা বেদী উৎসর্গীকরণ বা আশীর্বাদ, পবিত্র তেল, পাত্র ও পোশাক, ঘন্টা, ইত্যাদি, দ্রব্যসামগ্রী-সংক্রান্ত আশীর্বাদের উদাহরণ হতে পারে।

১৬৭৩: মণ্ডলী যখন প্রকাশ্যভাবে ও অধিকার নিয়ে যীশুখ্রীষ্টেরে নামে কোন ব্যক্তি বস্তুকে মহা ক্ষমতা থেকে রক্ষা করে ও তার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করে, তখন তাকে বলা হয় "অপদূত তাড়ানো"। যীশু অপদূত তাড়িয়েছেন এবং তাঁর কাছ থেকে খ্রীষ্টমণ্ডলী অপদূত তাড়ানোর ক্ষমতা ও দায়িত্ব পেয়েছে। সাধারণভাবে, দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠানে, অপদূত তাড়ানোর ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। প্রকাশ্য আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে অপদূত তাড়ানোকে বলা হয় "অপদূত তাড়ানোর মহৎ ধর্মক্রিয়া", যা বিশপের অনুতিসাপেক্ষে শুধুমাত্র যাজকই সম্পাদন করতে পারেন। যাজককে অবশ্যই বিবেচনার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে এবং খ্রীষ্টমণ্ডলী কর্তৃক স্থাপিত নিয়মাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করতে হবে। অপদূত তাড়ানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে শয়তানের দূর কিংবা মন্দ আত্মায় আবিষ্ট ব্যক্তিকে মুক্ত করা। আর এসব করা হয় যীশু কর্তৃক মণ্ডলীতে প্রদত্ত আধ্যাত্মিক ক্ষমতার বলে। অসুস্থতা, বিশেষভাবে মানসিক অসুস্থতা ব্যাপার ভিন্ন। অসুস্থতার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যাপার। তাই অপদূত তাড়ানোর পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে, ঘটনাটি কি মন্দ আত্মার উপস্থিতির ব্যাপার বা অন্য কোন অসুস্থতার ব্যাপার।

লোক - ভক্তি

১৬৭৪: সংস্কারীয় উপাসনা ও উপ-সংস্কার ছাড়াও, ধর্মশিক্ষাদানে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের বিভিন্ন ধর্মাচার ও লৌকিক ভক্তি-অর্চনার অনুষ্ঠানাদি বিবেচনায় আনতে হবে। খ্রীষ্টান জনগণের ধর্মীয় অনুভূতি খ্রীষ্টমণ্ডলীর সংস্কারীয় জীবনকে ঘিরে লোক-ভক্তির বিভিন্ন পুণ্যাচারে প্রকাশ পেয়ে থাকে, যেমন সাধু-সাধ্বীদের স্মৃতিচিহ্নের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন, পুণ্যস্থান পরিদর্শন, তীর্থযাত্রা, শোভাযাত্রা, ক্রুশের পথ, ধর্মীয় নৃত্য, জপমালা প্রার্থনা, বিভিন্ন ধর্মীয় পদক, ইত্যাদি।

১৬৭৫: লোক- ভক্তির বিভিন্ন প্রকাশসমূহ মণ্ডলীর ঔপাসনিক জীবনকে প্রকাশ করে, তবে তার স্থান দখল করবে না। লৌকিক ধর্মাচারগুলো এমনভাবে বিন্যাসিত হবে "যেন পূজনবর্ষের বিভিন্ন কালের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে, পুণ্য উপাসনা-অনুষ্ঠানের সঙ্গে এদের মিল থাকে, মাণ্ডলিক উপাসানা-অনুষ্ঠান থেকেই কোন না কোনভাবে এগুলো উৎসারিত হয়, এবং জনগণকে উপাসনা- অনুষ্ঠানের দিকেই চালিত করে,কারণ উপাসানা-অনুষ্ঠান প্রকৃতিগতভাবে লৌকিক ধর্মাচারের অনেক ঊর্ধ্বে"।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের তপস্যাকালীন বাণী - ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ

ঐশ-পরিচালনা: মরুপথ দিয়ে মুক্তির উদ্দেশে যাত্রা

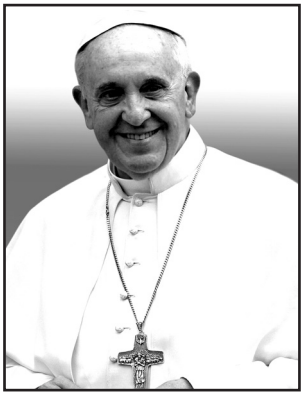

প্রিয় ভ্রাতা-ভগ্নিগণ,

ঈশ্বর যখন নিজেকে প্রকাশ করেন, তাঁর বাণী সর্বদাই মুক্তির বাণী: "আমি তোমার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে দাসত্ব-অবস্থা থেকে বের করে এনেছেন" *(যাত্রা ২০:২)*। এই কথাগুলি ছিল সিনাই পর্বতে মোশির নিকট প্রদত্ত দশ-আজ্ঞার প্রথম বাণী। যারা এই বাণী শুনেছে তাদের কাছে ঈশ্বর যে-মহাযাত্রার কথা বলেছেন তা তাদের কাছে পরিচিত ছিল: দাসত্বের অভিজ্ঞতার ভারবোঝা যেন এখনও তাদের ঘারে চেপে বসে আছে। মরুভূমিতে তারা মুক্তির উদ্দেশে উন্মুক্ত রাস্তা-স্বরূপ "দশটি বাণী" লাভ করেছে; ঈশ্বরের ভালবাসার শক্তিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আমরা বাণীগুলোকে "আজ্ঞা" বলি। মুক্তির উদ্দেশে আহ্বান খুবই দাবিপূর্ণ। তাৎক্ষণিক ভাবে এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া হয় নি। একটি যাত্রার অংশ হিসেবে সাড়াদানটি পরিপক্ক হতে হয়েছে। মরুপ্রান্তরে যাত্রারত ইস্রায়েল জাতি যেমন মিশরের দাসত্ব আঁকড়ে ধরে ছিল, অতীতকে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায় পরমেশ্বর প্রভু এবং মোশীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল – আজও ঠিক তেমনি, ঈশ্বরের জনগণ পেছনে-ছেড়ে-আসা নিপীড়নমূলক দাসত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে। আমরা যখন জীবনে হতাশ হয়ে পড়ি, মরুপ্রান্তরে ঘুরে মরি, গন্তব্য স্থান সেই প্রতিশ্রুত দেশের সন্ধান যখন না পাই, তখন এই অবস্থা যে কতো সত্য তা আমরাও উপলব্ধি করি। তপস্যাকাল হচ্ছে ঐশ-অনুগ্রহের কাল, যে সময়ে প্রবক্তা হোসেয়ের কথা অনুসারে, মরুভূমি প্রথম ভালবাসার একটি স্থান হয়ে উঠতে পারে (দ্র: হোসেয়া ২:১৬-১৭)। *দাসত্বকে পেছনে ফেলে দেওয়ার জন্য ঈশ্বর তাঁর জনগণকে গড়ে তোলেন*, মৃত্যু থেকে জীবনে নিস্তার লাভ করার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের সক্ষম করে *তোলেন*। বরের মতো, আমাদের হৃদয়ে প্রেমের কথা কানে কানে ব'লে তিনি আমাদেরকে আবারও নিজের কাছে টেনে নেন।

দাসত্ব থেকে মুক্তির উদ্দেশে যাত্রা কোন তাত্ত্বিক বিষয় নয়। আমাদের তপস্যাকালের সাধনা যদি বাস্তব হতে হয় তাহলে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে বাস্তবতার প্রতি নজর দেওয়া। জ্বলন্ত ঝোপ থেকে ঈশ্বর যখন মোশীকে ডাকলেন, তখন তিনি প্রকাশ করলেন এমন একজন হিসেবে, যিনি দেখেন এবং সর্বোপরি যিনি শ্রবণ করেন: "মিশর দেশে আমার আপন জাতির দুঃখদুর্দশা কতখানি, তা আমি দেখেছি, দেখেইছি। তাদের কর্মকর্তাদের অত্যাচারে তারা যে কেমন ক্ষোভের হাহাকার ক'রে থাকে, তাও শুনেছি আমি। হ্যাঁ, তাদের দুঃখযন্ত্রণার কথা আমার জানাই আছে। তাই আমি মিশরীয়দের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করতে নেমে এসেছি। এই দেশ থেকে তাদের নিয়ে যেতে চাই এমনই-এক দেশে, যা বিস্তীর্ণ উর্বর, এমনই-এক দেশে, যেখানে বয়ে চলে দুধ ও মধুর স্রোত" *(যাত্রাপুস্তক ৩:৭-৮)*। আজও কত নিপীড়িত ভাই-বোনের আর্তনাদ ঊর্ধ্বলোকে শোনা যায়। এসো আমরা প্রশ্ন করি: তাদের আর্তনাদ কি আমরা শুনতে পাই? সেই আর্তনাদ কি আমাদের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে? সেই আর্তনাদ কি আমাদের স্পর্শ করে? অনেক কিছুই পরস্পরের কাছ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে, আদি থেকে যে-ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আমাদের একে-অন্যকে সংযুক্ত করে রাখে তা আমরা স্বীকার করি না।

আমরা যখন লাম্পেদুসা শহর পরিদর্শন করছিলাম, "উদাসীনতার বিশ্বায়ন"-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ আমি দুটো প্রশ্ন করেছিলাম যার গুরুত্ব আজ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে: "আদম তুমি কোথায়?" (আদিপুস্তক ৩:৯) এবং "তোমার ভাই কোথায়?" তপস্যাকালে আমাদের যাত্রা বাস্তবে ফলদায়ী হয়ে উঠবে যদি উপরোক্ত প্রশ্ন দুটি আবার শ্রবণ ক'রে, আমরা যদি অনুভব করি যে, আজও আমরা রাজা ফারাও-এর রাজত্বে বাস করছি। এই রাজত্ব আমাদেরকে ক্লান্ত এবং উদাসীন করে রাখছে। এমন এক উন্নয়ন মডেলের মধ্যে আছি যা আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করছে, আমাদের ভবিষ্যত লুণ্ঠিন করছে। মাটি, বায়ু এবং জল দুষিত হচ্ছে, একই ভাবে আমাদের প্রাণও দূষিত হচ্ছে। সত্য যে দীক্ষাস্নানে আমাদের মুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তথাপি আমাদের অন্তরে আছে দাসত্বের প্রতি অব্যক্ত আকর্ষণ। একই ধরনের অতি অভ্যস্থ নিরাপত্তার দিকে আমাদের আকর্ষণ রয়েছে, যা আমাদের মুক্তির পরিপন্থী।

যাত্রাপুস্তকের বর্ণনায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাটা বেশ বিস্তারিতই বলা হয়েছে: ঈশ্বর যিনি দেখছেন, তিনি সচেতন হচ্ছেন এবং তিনি মুক্তি নিয়ে আসছেন। ইস্রায়েল জাতি তা চাচ্ছে না। ফারাও রাজা তাদের স্বপ্ন প্রতিরোধ করছে ও উর্ধ্বলোকের নিদর্শন অবজ্ঞা করছে; রাজা এমনভাবে এই জগতকে দেখছে, যেখানে মানবমর্যাদা পদদলিত হবে, খাঁটি বন্ধন অস্বীকৃত হবে, যা কোনদিন পরিবর্তিত হবে না। রাজা সবকিছুকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখছে। সুতরাং প্রশ্ন করি আমরা: আমরা কি নতুন জগত দেখতে চাই? পুরোনোর সাথে আপোষ মিমাংসা ত্যাগ করতে প্রস্তুত? আমার অনেক ভ্রাতা-বিশপদের সাক্ষ্য এবং অনেক সংখ্যক ব্যক্তি যারা ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে তারা আমাকে আরও নিশ্চিত করেছেন যে, আমাদেরকে "আশার অভাব"-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে কেননা "আশার অভাব" আমাদের সকল স্বপ্ন গলাটিপে মেরে ফেলছে এবং মানুষের নীরব আর্তনাদ ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হচ্ছে এবং ঈশ্বরের হৃদয়কে স্পর্শ করছে। এই "আশার অভাব" ইস্রায়েল জাতির দাসত্ব-কাতরতা থেকে ভিন্ন নয়, কেননা এই কাতরতা ইস্রায়েল জাতিকে মরুভূমিতে অচেতন করে রেখেছে এবং সামনের দিকে অগ্রসর হতে প্রতিহত করেছে। মানবজাতির যাত্রা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, নতুবা বর্তমান অবস্থার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। যখন দেখি মানবজাতি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, যখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি এবং বিচার-বিধানে উন্নয়ন সকলের মানবমর্যাদা নিশ্চিত করতে সক্ষম, তখনও কেন মানবজাতি অসমতা ও সংঘর্ষের অন্ধকারে হাতরিয়ে চলছে!

আমাদেরকে নিয়ে ঈশ্বর ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি। এসো আমরা তপস্যাকালটিকে একটি মহান কাল হিসেবে গ্রহণ করি এবং আমাদের নিজেদেরকে স্মরণ করিয়ে দিই ঈশ্বরের কথা: "আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর, আমিই তোমাকে মিশর দেশের বাইরে, দাসত্বের সেই

বাসভূমির বাইরে নিয়ে এসেছি" (যাত্রা ২০:২)। তপস্যাকাল হচ্ছে *পরিবর্তনের সময়, মুক্তির সময়*। আমরা প্রতিবছর তপস্যাকালের প্রথম রবিবার যেমন স্মরণ করি যে, যিশু নিজে পবিত্র আত্মার দ্বারা মরুভূমিতে আনীত হয়েছিলেন মুক্তির উদ্দেশে পরীক্ষিত হয়েছিলেন। চল্লিশ দিন ধরে মানবদেহধারী যিশু আমাদের সামনে ও আমাদের পাশে থাকবেন। ফারাও রাজার মত ঈশ্বর চান না যে, ইস্রায়েল জাতি সেই রাজার অধীনে প্রজা হয়ে থাকবে, বরং তিনি চান যেন আমরা তার পুত্র ও কন্যা হিসেবে থাকি। মরুভূমি এমনই একটি জায়গা যেখানে আমাদের স্বাধীনতা পরিপক্ক হতে পারে যাতে পূর্বের দাসত্বের দিকে ফিরে না যাওয়ার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করতে পারি। তপস্যাকালে ন্যায্যতা একটি নতুন মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি এবং সেই মাপকাঠির সহায়তায় এমন-এক সমাজের দিকে চলতে পারি, যে-পথে পূর্বে হাঁটা হয় নি।

এ সবের মানে হচ্ছে সংগ্রাম করতে হবে – যা যাত্রাপুস্তক এবং মরুপর্বতে যিশুর পরীক্ষা আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছে। "তুমি আমার পুত্র, তুমি আমার একান্ত প্রিয়জন" *(মার্ক ১:১১)* এবং "আমি ছাড়া তোমার যেন আর কোন দেবতা না থাকে" *(যাত্রা ২০:৩)*, ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শত্রু এবং তার মিথ্যা দ্বারা প্রতিহত হল। ফারাও রাজার চাইতেও আমাদের ভয় করতে হবে সেই সমস্ত দেবতা যা আমরা নিজেদের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছি। আমাদের অন্তরে নিহিত ঐ দেবতাদের কণ্ঠস্বরই শোনা যেতে পারে। সর্ব ক্ষমতাধর হব, সবাই আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, অন্যেরা আমার কর্তৃত্বের অধীন হবে – এই সব কথা যে কতো মিথ্যা দ্বারা প্ররোচিত তা প্রত্যেকে জানে না। এই সমস্ত পথে অনেকেই চলেছে। আমরা টাকা-পয়সার প্রতি, নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রকল্প, কয়েকটি ধারণা ও লক্ষ্যের প্রতি, আমাদের পদ ও ঐতিহ্য প্রতি, এমন কি নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আমরা আসক্ত হয়ে যেতে পারি। এই সবকিছু আমাদেরকে সামনের দিকে নেয়না, বরঞ্চ আমদেরকে অথর্ব করে রাখে। ফলে সাক্ষাতের পরিবর্তে নিয়ে আসে দ্বন্দ্ব। আবার নতুন মানবতাও রয়েছে, দীন ও বিনম্র জনগণ আছে যারা সেই মিথ্যার প্রলোভনে প্রলুব্ধ নয়। পক্ষান্তরে যারা দেবমূর্তি পূজা করে তারা মূর্তির মতোই হয়ে ওঠে, কথা বলতে পারে না, অন্ধ এবং চলতে অক্ষম *(দ্র: সামসঙ্গীত ১১৫:৪+)*। আত্মায় যারা দীন তারা উন্মুক্ত ও সদা-প্রস্তত: নীরব মঙ্গলবোধ তাদের নিরাময় করে এবং জগতকে পরিপুষ্ট করে।

এখনই কাজ করার সময়, এবং এই তপস্যাকালে *কাজ করার অর্থ হচ্ছে নীরব হওয়া (ক্ষণিকের জন্য থামা), প্রার্থনায় নীরব হওয়া* যাতে আমরা ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করতে পারি, দয়ালু সামরীয়র মতো *আঘাতে ক্ষত ভাইবোনদের সামনে* নীরবে দাঁড়াতে পারি। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আর মানুষে প্রতি প্রেম একই প্রেম। অন্যকোন দেবমূর্তি না থাকার অর্থ হচ্ছে নীরবে ঈশ্বরের সামনে এবং প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়ানো। এই কারণেই প্রার্থনা, ভিক্ষাদান ও উপবাস – এই তিনটি বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া নয়, বরং একই ক্রিয়ার উন্মুক্ততা এবং আত্ম-ত্যাগ, যার মাধ্যমে আমরা সকল দেবমূর্তিকে বিতারণ করি কেননা তা আমাদের অথর্ব করে রাখে, আসক্তিকে ত্যাগ করি যা আমাদের বন্দী করে রাখে। এই ধর্মক্রিয়াত্রয়ের সাধনা আমাদের শীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হৃদয় পুনর্জীবিত করবে। ধীরে চলো, একটু থামো! তপস্যাকাল আমাদের জীবনের ধ্যানী দিকটা আবিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং সেখান থেকে নতুন শক্তি আমাদের জীবনে সঞ্চারিত করে।

ঈশ্বরের সামনে আমরা সবাই ভাইবোন হয়ে যাই, পরস্পরের প্রয়োজনে আমরা আরও সচেতন হই, যার ফলে তারা হুমকী ও শত্রু স্বরূপ না হয়ে আমাদের যাত্রাপথে সঙ্গী ও সহযাত্রী বলে উপলব্ধি হয়। এটাই হচ্ছে ঈশ্বরের স্বপ্ন, আমাদের প্রতিশ্রুত দেশ – যে-দিকে আমরা যাত্রা করি আমাদের দাসত্ব ছেড়ে।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী, যা আমরা বিগত কয়েক বছর ধরে নতুন করে আবিষ্কার ও চর্চা করে যাচ্ছি, সেই সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী আমাদের বলছে: তপস্যাকাল *সমবেত সিদ্ধান্তের সময়*, সে-সিদ্ধান্ত ব্যাপক এবং ক্ষুদ্র – সে যাই, হোক-না- কেন – তা যেন ধরাবাঁধা বিষয়ের বিপক্ষে হয়। এমন সিদ্ধান্ত যা ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিবেশি-সমাজের প্রাত্যহিক জীবন পরিবর্তন করবে; সিদ্ধান্তের বিষয়গুলো হচ্ছে যেমন: অর্থসম্পদ আমরা কীভাবে অর্জন করি, সৃষ্টির যত্ন আমরা কীভাবে নিই, যারা সাধারণতঃ চোখে পড়েনা অথবা যাদেরকে হেয় করে দেখা হয়, তাদেরকে আমরা কীভাবে নিজেদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করি। প্রতিটি খ্রিস্টান সমাজকে আহ্বান জানাই এই কাজটি করার জন্য: সমাজের সদস্যদের এমন সুযোগ দেওয়া যাতে তাদের জীবনধারা নিয়ে নতুন ভাবে চিন্তা করতে পারে, সমাজে তাদের উপস্থিতি পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করতে পারে এবং সমাজের উন্নয়নের জন্য কি অবদান রাখবে তা নিয়ে ভাবতে পারে। ধিক আমাদেরকে যদি আমাদের প্রায়শ্চিত্ত সেই ধরনের হয় যা দেখে যিশু বিস্মিত হয়ে যাবে। আমাদের কাছে যিশু বলেন: "তোমরা যখন উপোস কর, তখন ভণ্ডদের মতো বিষন্ন ভাব দেখিয়ো না। তারা যে উপোস করছে, সেটা লোকদের দেখাবার জন্যেই তো তারা মুখখানা অমন শুকনো করে রাখে" *(মথি ৬:১৬)*। পক্ষান্তরে অন্যেরা হাসিমুখ দেখুক, মুক্তির আস্বাদ লাভ করুক এবং ভালোবাসা উপলব্ধি হোক যে, ভালোবাসা সবচাইতে ক্ষুদ্র ও কাছের মানুষকে নতুন করে তুলতে পারে। আমাদের খ্রিস্টান সমাজের প্রত্যেকের জীবনে এই সবকিছু হতে পারে।

যতটুকু এই তপস্যাকাল পরিবর্তনের সময় হিসেবে বিবেচিত হবে, ততখানি বিপর্যস্ত মানবতা সৃজনশীলতার স্ফূরণ ঘটাবে, এবং নতুন আশার আলো দেখাবে। বিগত বছরে গ্রিস্মকালে, লিসবন নগরীতে, বিশ্ব-যুবাদের কাছে যে কথাটি আমি বলেছিলাম তা আবার স্মরণ করে বলতে চাই: "খোঁজ করতে থাকো, ঝুঁকি গ্রহণ করো। সাম্প্রতিক কালের এই সময়ে, আমাদের সামনে আছে অনেক ঝুঁকি; আমরা কত মানুষের বেদনার আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি। বাস্তবে আমরা তৃতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে অবস্থান করছি যে-যুদ্ধ খণ্ড খণ্ড আকারে ঘটে চলছে। তদ্সত্ত্বেও অতি সাহসভরে এমন একটি জগতের স্বপ্ন চোখের সামনে রাখতে পারি, যেখানে মাত্র মৃত্যুর বিভীষিকা নয়, বরং প্রসব-বেদনাশ্রিত একটি জগত দেখতে পাই; ইতিহাসের সমাপ্তি নয়, কিন্তু ইতিহাসের আরেকটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে জগতকে দেখতে পারি। এই ভাবে চিন্তা করার সাহস আমাদের হোক" *(বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট বক্তব্য*, আগস্ট ৩, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ)। সেটাই হচ্ছে পরিবর্তনের সাহস যা দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষণেই জন্ম নেয়। তিনটি ঐশগুণের মধ্যে আছে বিশ্বাস, ভালোবাসা আর আশা; বিশ্বাস ও ভালোবাসা ছোট্ট বোন "আশা"কে হাত ধরে নিয়ে চলে, আশাকে পথ চলতে শেখায় এবং একই সময়ে আশা তাদেরকে সামনের দিকে নিয়ে যায়। তোমাদের তপস্যাকালীন যাত্রায় আমি তোমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করি।

রোম নগরী, সাধু জন লাতেরান মহামন্দির,
ডিসেম্বর ৩, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ আগমনকালের প্রথম রবিবার।

পোপ ফ্রান্সিস

বাংলা অনুবাদ: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

তপস্যাকাল: ‘শুচি হওয়ার সময়’

“স্মরণ রেখ, হে মানব, তুমি ধূলিমাত্র, ধূলিতেই আবার মিশে যাবে”

জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু

ভূমিকা: আদিপুস্তক গ্রন্থে মানুষের উদ্দেশে লেখা হয়েছে, “সত্যিই তো ধূলো তুমি, ধূলোতেই তোমাকে আবার ফিরে যেতে হবে!” *(আদি ৩:১৯)*। এই বাণী তপস্যাকালে শুদ্ধ হওয়ার পাথেয়। এ বাণী পুণ্য অর্জনের সিদ্ধবাণী। আদি সময়ে ঈশ্বরভক্ত মানুষেরা প্রবক্তাদের আহ্বানে অনুতপ্ত এবং পরিবর্তিত ভাবভঙ্গি নিয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার পাথেয় পেয়েছিল। আর এখন খ্রিস্টমণ্ডলী ও পরিবারের লোকেরা ঐ আহ্বান অনুসরণ করে যাচ্ছে। তারা স্বর্গসুখের জন্য ক্ষমা লাভের আশায় ভস্ম বুধবারের মহা আশীর্বাদ নিতে তপস্যার চেতনায় সচেতন এবং মনের বিশ্বাস নিয়ে পালনের আয়োজনে অংশ নিচ্ছে। খ্রিস্টভক্তদের বিশ্বাস যে, ভস্ম বুধবারের একেকটি ছাই-অনুও যেন বৃথা না যায়, বরং ছাই-অনু যেন ব্যক্তির কপালে লেপটে থেকে দেহ-আত্মা শুদ্ধি করে তুলুক। তপস্যাকাল হোক পবিত্রতায় মণ্ডিত।

মানুষ পৃথিবীতে থাকতে থাকতে অনেক দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছে। মানুষের চাহিদার অন্ত নেই। আমাদের জৈবিক চাহিদা মিটাতে দ্বারে দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। একটু আরাম-আয়েশে পরিবারে, সমাজে শান্তিতে থাকার জন্য। আরাম-আয়েশে থাকার জন্য অনেক সময় আমাদের নিজেদের নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করা ও যিশুর সান্নিধ্যে থাকার কোন সময় বাঁধা ধরা থাকে না। ফলে যিশুর সাথে না থেকে, তাঁর সাথে যাত্রা না করে, অন্য ধাবিত হই। ফলে প্রলোভনে পড়ে যাই। আমাদের জীবনে জৈবিক, বৈষয়িক চাহিদা দরকার কিন্তু যা কিছু চিরস্থায়ী ও জীবনদায়ী প্রথমে সেগুলোকে আঁকড়ে ধরা। যিশুর সাথে যুক্ত না থাকলে জীবন পথে এগিয়ে যেতে পারবো না। যিশুর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য, তাঁরই সান্নিধ্যে থাকার জন্য সমস্যা-সমাধান করার জন্য আমাদের প্রত্যেককে আধ্যাত্মিক মানুষ হতে হয়, নতুন মানুষ হতে হয়, শুচি হওয়ার বাসনা থাকতে হয়। এই সব হতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই ‘উপবাস/প্রায়শ্চিত্ত’ করতে হবে। এই জন্য ‘মণ্ডলী’ আমাদেরকে বিশেষ একটি কাল দিয়েছেন। বিশেষ কালটি হলো উপবাস/প্রায়শ্চিত্তকাল। তাই আমাদের ‘মণ্ডলী’ একটি সুন্দর সুযোগ দিয়েছেন যাতে আমরা আমাদের মন পরিবর্তন করে স্বাভাবিকভাবে জীবন-যাপন করি এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করি। তাই এই সময়টা বলা হয় উপবাস কাল বা প্রায়শ্চিত্তকাল। প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা যেন পরস্পরের মধ্যে শান্তি-মিলন- আধ্যাত্মিকতায় বেড়ে ওঠি।

‘শুচি হওয়ার’ জন্য কে চায় না। সব মানুষই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। আমাদের নিজেদেরকে সুদর্শন দেখার জন্য দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করি। অবশ্যই আমাদেরকে সুদর্শন হওয়ার জন্য

ব্যবহার করতে হয় কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, প্রথমত একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের নিজ নিজ আধ্যাত্মিক মানুষ হওয়ার বাসনা থাকতে হবে। কি করি, সুসজ্জিত করার জন্য কত শুচি হওয়া তবে কেবল আমাদের রূপচর্চা নয়। শুচি হওয়া মানে আধ্যাত্মিক মানুষ হওয়া, পাপময়তা থেকে মনপরিবর্তন করা, অনুতাপ করা, গত জীবনের সমস্ত ক্ষতিপূরণ করতে, নতুন মানুষ হওয়ার তাগিদ ও বাসনা, ধ্যান-সাধনায় মগ্ন হওয়া।

ভস্ম/ছাই-ধূলি কী? ছাইয়ে যেমন অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে থাকে তেমনি মস্তকে মূল্যহীন ভস্ম দিলেও তার পিছনে অমূল্য মনুষ্যত্ব, শক্তি, অনুতাপ, দয়া প্রভৃতি লুকিয়ে আছে। “ভস্মে আহূতি”: অরণ্যে রোদন-নিরর্থক কসরৎ। মানুষ কথায় কথায় প্রায়ই বলে ‘ছাই হবে’।

তপস্যাকালের অর্থ: তপস্যা ইংরেজী প্রতিশব্দ শব্দটি ‘Lent’ এসেছে মধ্য যুগের ইংরেজী প্রতিশব্দ ‘Leinte’ or ‘Lente’ থেকে যার অর্থ হল ‘বসন্ত’ বা (Season of Spring)। তাই বলা যায় তপস্যাকাল হল- ‘পাপ থেকে মন পরিবর্তন ও আত্মশুদ্ধির বসন্তকাল’। ভস্ম বুধবারের মধ্যদিয়ে আমরা প্রায়শ্চিত্তকালে প্রবেশ করি। প্রায়শ্চিত্তকাল হলো ‘আত্মশুদ্ধির কাল’, ‘সাধনার সময়’। অন্যথায়, ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ যাচনার সময় ও অনুগ্রহ লাভের সময়। এই সময় আমাদের জীবনের কু-প্রভৃতি ত্যাগ করি, মনপরিবর্তন করি, দূষিত জীবনের পরিবর্তন ঘটাই এবং জীবন স্বামী প্রভু যিশুর সাথে সংযুক্ত থেকে পথ চলি।

ছাইয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য: ছাই দিয়ে বাসন কোসন পরিষ্কার করি, ময়লা দূর করি, আমাদের জীবন গভীরে তদ্রুপ, তপস্যাকালে পবিত্রতার বিশেষ যাত্রা চলে। মা ময়লায় ক্রীড়ারত সন্তানকে পরিষ্কার করে কোলে তুলে নেন। আমরাও তেমনি, পিতাও অসীম প্রেমে আমাদের গ্রহণ করেন। ভস্ম বুধবার পালন সংকেত দেয় সৃষ্টিসেরা মানুষ, জীবজন্তু, প্রকৃতি মাটি, একদিন সব শেষ হবে-মাটিতে ফিরে বিলীন হয়ে যাবে দৃশ্যমান অবস্থা থেকে (আদি ৩:১৯)। এটা স্মরণ করায় আদমের পাপের পর ঈশ্বর কর্তৃক তার উপর উচ্চারিত শাস্তি। এটা আমাদের পাপময়তার এক স্বীকৃতিও। ভস্ম বুধবারে যোগ দিয়ে মানুষ তার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত, এই পৃথিবী, ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করে, ঈশ্বর কত সুন্দর করে এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, কত প্রেমেই না আপন প্রতিমূর্তিতে তিনি মানুষকে গড়েছেন। তো তপস্যাকাল আমাদের নতুন জীবনে বিকশিত হবার সময়।

কপালে টিপ দেয়া হয় সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে, শরীরের উচ্চতম স্থানে ছাই দেই। ছাই মূল্যহীন এদিন তা শিরে মেখে আমরা একবারে নীচে নেমে আমাদের মূল্য খুঁজি। বুঝি আমরা মূল্যহীন, পাপী, দুর্বল মানুষ; ছাইমাখা, তাই প্রকাশ করতে হয় অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি। অনুতাপের জন্য মানুষকে স্থায়ী ও চিরকালীন মন পরিবর্তনের জন্য ডাক দেয়া হয়। “তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে এবং উপবাস, কান্না ও বিলাপ সাধনা করেই আমার কাছে ফিরে এসো”।

ভস্ম প্রদানের ব্যবহৃত অন্য সূত্র খুব তাৎপর্যপূর্ণ। “পাপ থেকে মন ফেরাও এবং মঙ্গলসমাচারে বিশ্বস্ত হও।” এটা দেখায় যে, এই রীতি অনুতাপীর পক্ষে পাপময়তার স্বীকৃতি প্রকাশ করে। এটা হলো একটি ক্রিয়া যার দ্বারা পরিবর্তনের গতি শুরু হয়। এদিনের বিকল্প মূল সূত্র: “স্মরণ রেখ, হে মানব, তুমি ধূলিমাত্র, ধূলিতেই আবার মিশে যাবে”, প্রকাশ করে আমাদের মধ্যে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের মুক্তিদায়ী উপস্থিতি ছাড়া আমাদের অবস্থা। এদিনে আমরা যা তারই পর্বদিন-পৃথিবীর পর্বদিন পালন করি।

কপালে ছাই মেখে কেন তপস্যাকাল শুরু হয়? ভস্ম বুধবারে আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম-হবা পাপ ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করে, প্রতিটি খ্রিস্টবিশ্বাসীর কপালে ছাই লেপন করে

স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, 'হে মানব মনে রেখো তুমি ধূলিমাত্র আর একদিন ধূলিতেই মিশে যাবে'। যা আমাদেরকে সচেতন করে যে, এই পৃথিবীর ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, সুন্দর সুন্দর বাড়ি-গাড়ি যা আমরা এত পরিশ্রম করে তৈরী করেছি তা একদিন মূল্যহীন হয়ে যাবে। তখন আমাদের ঈশ্বরের দয়া ও ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি দরকার হবে। তাই মণ্ডলী আমাদের একটা সুন্দর সুযোগ দেয়। যেন কপালে ছাই মেখে আত্মশুদ্ধিতে নতুন জীবন লাভের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করি এবং যিশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যুর সহভাগী হই; আমাদের ছোট ছোট ত্যাগস্বীকার সেবাকাজের মধ্যদিয়ে। "দেহে ভস্ম মেখে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করি অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত ও মন পরিবর্তনের জন্য।" এছাড়াও অতি-প্রাচীনকাল থেকেই প্রায়শ্চিত্ত ও শুদ্ধিকরণের প্রতীক হিসেবে ভস্ম বা ছাই ব্যবহার হয়ে আসছে। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের গণনা পুস্তক-১৯, জুডিথ-৯ ও যোনা-৩ অধ্যায়সমূহে ছাই বা ভস্ম ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া ভস্ম বা ছাই ব্যবহারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো: ভস্ম মূলত পরিষ্কারক অর্থাৎ বিভিন্ন ধাতব দ্রব্যকে পরিশোধনের ন্যায় আমাদের কু-প্রবৃত্তিগুলোকে দূরীভূত করে ও অন্তরকে শুচি করে। ভস্ম উদ্ভিদকে ক্ষতিকারক পোকা হতে রক্ষা করে তেমনিভাবে তা আমাদের মন্দতার সংস্পর্শ হতে সুরক্ষা করে।

কেন চল্লিশ দিন? ভস্ম বুধবারের কপালে ভস্ম গ্রহণ করে আমরা ৪০ দিনের একটি বিশেষ যাত্রা, একটি বিশেষ কাল, প্রায়শ্চিত্তকাল শুরু করি। পবিত্র বাইবেলে এই ৪০ সংখ্যাটির উল্লেখ আছে বেশ কয়েকবার। উপরন্তু ৪০ সংখ্যাটি একটা দীর্ঘ প্রস্তুতিকালের ইঙ্গিত বহন করে। প্রবক্তা নোয়া'র সময়ে মহাপ্লাবনের স্থায়িত্ব ছিল ৪০ দিন ও ৪০ রাত। প্রাচীনকালে ইস্রায়েল জাতি ৪০ দিন ধরে প্রস্তুত হতো ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে। মনোনীত জাতিকে তথা ইস্রায়েল জাতিকে ৪০ বছর ধরে মরু এলাকায় কাটাতে হয়েছিল, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত রাজ্যে প্রবেশের আশায়। প্রবক্তা মোশী ৪০ দিন রাত সিনাই পর্বতে থাকার পর ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা লাভ করেন। ঈশ্বরের পর্বতে পৌঁছতে প্রবক্তা এলিয়ের ৪০ দিন সময় লেগেছিল। প্রবক্তা যোনা নীনীভে'র লোকদের ৪০ দিন সময় দিয়েছিলেন মন পরিবর্তনের জন্য। দাউদ রাজার রাজত্বকাল ছিল ৪০ বছর। তাছাড়া, প্রকাশ্য জীবন শুরুর পূর্বে যিশুখ্রিস্ট ৪০ দিন-রাত প্রার্থনা ও উপবাস করেন এবং পুনরুত্থানের ৪০ দিন পরে যিশুখ্রিস্ট স্বর্গারোহণ করেন। পরবর্তীকালে মূলত প্রভু যিশুর প্রকাশ্য জীবনে শুরুর পূর্বে ৪০ দিন ও রাত প্রার্থনা ও উপবাসের স্মরণে ও অনুকরণে মাতামণ্ডলী এই ৪০ দিনের উপবাসকালের সূচনা করে। "মানুষ যেন সমস্ত পাপের জন্য অনুতাপ করে সেসব পরিত্যাগ করে ঈশ্বরের নম্র প্রকৃত সন্তানরূপে পরস্পরের কল্যাণে সুন্দর পৃথিবীতে জীবন-যাপন করতে পারে।

এই যাত্রা করতে, নিজের সম্পর্কে সত্যের দিকে ফিরে যেতে এবং ঈশ্বরের সাথে ও অন্যদের কাছে ফিরে আসার জন্য, আমাদের তিনটি মহান পথ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে: দান, প্রার্থনা ও উপবাস। এই গুলি ঐতিহ্যগত নতুনত্বের কোন প্রয়োজন নেই। যিশু এটা স্পষ্টভাবে বলেছেন: দান, প্রার্থনা ও উপবাস এটি নিছক বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান নয়, এইগুলি অবশ্যই আমাদের হৃদয়ের প্রবেশকারী ক্রিয়া হতে হবে। ভিক্ষাদান আমাদের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যহীনতার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য নয়; বরং এটা আমাদের নিজের হাত ও হৃদয় দিয়ে দরিদ্রদের দুঃখকষ্ট স্পর্শ করার একটি উপায়। প্রার্থনা অনুষ্ঠান শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, কিন্তু পিতার সাথে যাত্রা করার সঠিক সময় ও প্রেমময় কথোপকথন। উপবাস একটি ভক্তি অনুষ্ঠান নয়; এটা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, খারাপ অভ্যাস থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া। যিশু আমাদেরকে পরামর্শ দেন যাতে আমরা বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গি সর্বদা আন্তরিক হৃদয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের সাথে মিলিত করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের জামাকাপড় ছিঁড়ে নয়; আমাদের হৃদয় দিয়ে প্রভুর পথে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ়সংকল্প করতে হবে। প্রায়শ্চিত্তকালে আমার কী কী সেবাকাজ করতে পারি?

১. উপবাসের সময় যিশুর সান্নিধ্যে থাকা এবং সমপরিমান দরিদ্রদের অর্থ দান করা।

২. আমাদের জীবনে যে সব কু-প্রবৃত্তি গুলো আছে; সেগুলোকে নিবারণ করা। যেমন রাগ, হিংসা, অহংকার। আমাদের জীবন থেকে যে কোন একটি খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করা। যেমন- সিগারেট, মদ, অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ।

৩. সেবার মনোভাব বৃদ্ধি করা ও মানুষকে গ্রহণ করার মনোভাব বৃদ্ধি করা।

৪. নিজ নিজ এলাকাতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

৫. আমাদের নিজ সম্বল থেকে অর্থাৎ নিজ পকেট থেকে টাকা জমিয়ে, টিফিনের টাকা জমিয়ে গরিবদের দান করা।

৬. যাদের সাথে অমিল রয়েছে; তাদের সাথে সুন্দরভাবাপন্ন বন্ধুত্ব সৃষ্টি করা।

৭. অপচয় রোধ করা।

৮. উপাসনার কাজে যুক্ত থাকা।

৯. কথা বলার সময় সচেতন থাকা; অকারণে রাগ না করা।

১০. প্রতিদিন ধ্যান-প্রার্থনা ও উপবাস করা।

১১. মোবাইলে অযথা টাকা খরচ না করে; সেগুলো দরিদ্রদের দান করা।

১২. সবার সাথে সখ্যতা করা।

১৩. মিথ্যা কথা না বলা।

১৪. মানুষকে ঠকানো থেকে বিরত থাকা।

১৫. অযথা রাগ পুষে না রাখা।

১৬. পিতামাতাকে, গুরুজনদের মান্য ও সম্মান করা; যাতে আমাদের কথা বার্তায় আঘাত না লাগে।

১৭. প্রত্যেক রবিবারে খ্রিস্টযাগে যোগদান, পাপস্বীকার ও প্রার্থনা করা।

১৮. প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা পরিবারে রোজারিমালা প্রার্থনা করা।

১৯. মোবাইল ব্যবহার কম করা।

২০. অযথা ঘুরাঘুরি না করা।

২১. নিয়মিত বাইবেল পাঠ করা।

২২. বার জন্য প্রার্থনা ও মঙ্গল যাচ্না করা।

উপসংহার: প্রায়শ্চিত্তকাল হলো মনপরিবর্তন, শুদ্ধি, অনুতাপ, যিশুর সাথে যাত্রা করার সময়। এই সময়টিতে আমাদের সকল খ্রিস্টভক্তদের জন্য বিশেষ দিনটি হিসেবে বিবেচিত হয়। এই শুদ্ধিক্রিয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে। নিজেদের আত্মসংযম, অন্যদের দয়া দেখিয়ে, কথায়, কাজে, ব্যবহারের, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-প্রার্থনা, মনন তথা সমগ্র জীবনের মধ্যদিয়ে যাতে আমরা পবিত্র হয়ে ওঠি। এই জন্য মণ্ডলী আমাদেরকে সুযোগ দান করেছেন যাতে আমরা পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করতে পারি। তাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে লক্ষ্য রাখতে হবে অকারণে অন্যকে আঘাত না দিই; যেন দিতে পারি প্রকৃত 'আনন্দ, শান্তি ও যিশুর রাজ্য দেখিয়ে দিতে। তাই আমরা যেন এই প্রায়শ্চিত্তকালে সচেতনভাবে আত্মনিয়োগ করি যিশুর সাথে অবিরাম পথ চলতে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. ফাদার যোসেফ মুরমু: "ভস্ম: শুদ্ধ হওয়ার তিলক" সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা-৭, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

২. ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও: "প্রায়শ্চিত্তকাল: নতুন জীবন লাভের বসন্তকাল", সাপ্তাহিক প্রতিবেশ, সংখ্যা-৭, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

৩. ফাদার লুইস সুশীল পেরেরা: "শিরে ভস্ম মেখে তপস্যাকালের গভীরতায় পুনরুত্থানের বিজয়ী যাত্রা", প্রণাম, খ্রীষ্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্র, ওমরপুর, সপুরা, রাজশাহী, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ॥

একুশের চেতনা আমাদের অনুপ্রেরণা

রুবি ইমেল্ডা গমেজ

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। ঐ দিন বাংলা ভাষাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাংলার অদম্য দামাল ছাত্ররা রাজপথে নেমে প্রতিবাদের ঝড় তুলে। পুলিশ লাঠিচার্জ এবং কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করেও তাদের দমাতে পারে নি। আন্দোলনের প্রচণ্ডতা প্রতিহত করতে না পেরে এক পর্যায়ে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় রফিক, বরকত, জব্বার, সালাম, শফিউর রহমান এবং আরো অনেকে। আহত হয় অসংখ্য।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের পূর্বের ইতিহাস আলোচনা করতে হয়। বাঙালি জাতির ইতিহাস হল আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস। আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যদিয়েই বাঙালিরা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ বেনিয়াদেরকে উপমহাদেশ থেকে বিদায় করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্য যে ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিতারিত করার পর বাঙালিরা পশ্চিমা শাসক চক্রের শোষণ নির্যাতনের শিকার হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্র দেশ বিভক্তির পরেই উপলব্ধি করে যে, যে-কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হলে আগে তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে হয়। তাই এ চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে তারা প্রথমে বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চায়। এ ভাষা কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত থেকেই পাকিস্তানে সংঘটিত হয় ভাষা আন্দোলন। বাঙালিদের ভাষাগত স্বাধীনতা হরণের প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় জিন্নাহ্‌র ঘোষণায়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে জিন্নাহ্ ঢাকা সফরে আসেন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধা না দেখিয়ে এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষাকে উপেক্ষা করে জিন্নাহ ২১ মার্চ রেস কোর্সের জনসভায় এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে "উর্দূ এবং একমাত্র উর্দূই" হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেন। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র প্রতিনিধিদের নিকট হতে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তারা বুঝতে পারে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার এটা প্রথম পদক্ষেপ। ছাত্ররা দাবি জানায় বাংলা ভাষা হবে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা কারণ পাকিস্তানী অধিবাসীদের শতকরা ৫৬ জনের বাস ছিল পূর্ব বাংলায় এবং তাদের ভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু পশ্চিমা শাসকচক্র তা প্রাধান্য দেয় নি। জিন্নাহ্‌র ঘোষণা ছিল অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারমূলক। তাই বাঙালি জাতি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়।

আন্দোলনের প্রথম স্তরেই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় প্রাদেশিক সরকারের কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। পরবর্তী তিন বছর মার্চ মাসে সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে সারা পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর জিন্নাহ্‌র মৃত্যু হয়। তার স্থানে গভর্নর জেনারেল পদে অভিষিক্ত হন উর্দূভাষী বাঙালি খাজা নাজিম উদ্দিন। পূর্ব বাংলার স্বার্থের দিকে তার নজর ছিল না।

অতঃপর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী পাকিস্তানের ভাবী সংবিধানের রূপরেখা হিসেবে 'মূলনীতি কমিটি'র রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। এই রিপোর্ট ছিল পূর্ব বাংলার স্বার্থের পরিপন্থী। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে খাজা নাজিমুদ্দিন তার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি তিনি ঢাকায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরূপে এক জনসভায় "উর্দূই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা" বলে ঘোষণা করেন। আবার সংগ্রাম শুরু হয়। প্রদেশব্যাপী হরতাল, ধর্মঘট ও ছাত্র বিক্ষোভ, ১৯ ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশে প্রস্তুতি দিবস এবং ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অপর দিকে পূর্ব বাংলার নূরুল আমিন সরকার ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি বানচাল করার উদ্দেশে ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ঢাকায় মিছিল ও জন সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

দীর্ঘ একমাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা সংগঠিতভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে শোভাযাত্রা বের করে দিকে দিকে শ্লোগান দেয়। 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই'। ঐদিন পূর্ব বাংলা সরকারের বাজেট অধিবেশনের দিন ছিল। ছাত্ররা পরিষদ ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ছাত্ররা মেডিকেল কলেজের সম্মুখে সমবেত হয়। দুপুর দুইটার সময় পুলিশ বাহিনী ছাত্র জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। আন্দোলনের প্রচণ্ডতা প্রতিহত করতে না পেরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে নিহত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ক্লাশের ছাত্র আবুল বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার, শফিউর রহমান এবং আরও অনেকে। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ধর্মঘট পালিত হয়। সারা প্রদেশে মাতৃভাষার দাবিতে গণ বিক্ষোভ শুরু হয়। বহু ছাত্র, শিক্ষক ও জননেতা গ্রেফতার হন। মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার দাবিতে সেই দিনের বাঙালির আত্মত্যাগ ছিল অতুলনীয়। বাংলার দেয়ালে দেয়ালে, পথে প্রান্তরে যে রক্ত-শপথের বীজ ছড়িয়ে পড়ে তার কাছে শেষ পর্যন্ত সরকারি প্রচেষ্টা হার মানে। প্রাদেশিক পরিষদের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন স্বয়ং বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। অতঃপর বাংলা ভাষা উর্দূ ভাষার পাশে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়।

শহীদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ছাত্র-জনতা নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেডিকেল কলেজের সামনে শহীদ মিনার তৈরি করে। শহীদ শফিউর রহমানের পিতাকে দিয়ে শহীদ মিনারটি উন্মোচন করা হয়।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল বাংলাদেশে প্রথম গণচেতনার সুসংগঠিত সফল গণ-অভ্যুত্থান ও পরবর্তীকালে শাসকচক্রের বিরুদ্ধে স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। একুশের চেতনাই বাঙালি জাতিকে দিয়েছে অন্যায়, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের প্রেরণা। ভাষা আন্দোলন জাতীয়তাবাদের প্রথম উন্মেষ। আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল ছিল বাঙালি জাতির আপন সত্তার উপলব্ধি এবং ঐক্যবদ্ধ প্রেরণা। এ আন্দোলনই বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার অনুপ্রেরণা দেয়। এ আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শাসকচক্রের প্রতিটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে প্রেরণা দিয়েছে একুশের ভাষা আন্দোলনের রক্তরাঙ্গা ইতিহাস। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে তাই ভাষা আন্দোলনের ফসল বলা যায়।

তথ্যসূত্রঃ

বাংলাদেশের ইতিহাস, নতুন সংস্করণ

ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ.বি.এম মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম॥

মাতৃভাষা নিয়ে ভাবনা

ফাদার পিটার রেমা

ভাষা যে এক রহস্যময় কার্যকর মহাশক্তি ও মহাসম্ভাবনা অর্জনের হাতিয়ার তার প্রশ্নাতীত প্রমাণ হলো দৃশ্যমান চন্দ্রযান, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট, রোবট, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইত্যাদি সৃষ্টির বাস্তব প্রকাশ। ভাষার সাহায্যে মানুষ বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হচ্ছে, যার শক্তিতে বিশ্বে সে তার প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার করছে এবং বিশ্বকে রূপায়িত করে ইতিহাস প্রণয়ন করছে এবং বিশ্বের সমস্ত কিছুকে ক্রমাগত হাতের মুঠোয় নিয়ে আসছে। সঙ্গে তার চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধ অনুধাবনে তার আপন সত্তারও রূপায়ন হচ্ছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের ভাষা নিঃসন্দেহে স্বয়ং অসীম সৃষ্টিকর্তার ফলপ্রসূ সৃজনশীল শক্তিরই ধারক ও বাহক। পরমেশ্বর যেমন তাঁর উচ্চারিত বাণী দ্বারা বিশ্ব ও তার সমস্ত কিছুকে তাঁর ইচ্ছানুসারে তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্টি করেছেন, মানুষও তার কথার দ্বারাই বিশ্বে কার্যকরভাবে তার সৃষ্টির কাজ করে যাচ্ছে এবং বহুকিছুকে নিয়ন্ত্রিত করছে। তবে ঈশ্বর যেভাবে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ সেভাবে নয় বরং ঈশ্বরের সৃষ্টিকেই রূপান্তর করছে। তা সত্বেও বিশ্বে স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টার কোন কোন স্থানে মানুষ পদাসীন হচ্ছে। ভাষা দিয়েই মানুষ চিন্তা করে, গবেষণা করে, আবার ভাষা দিয়েই নিজের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সমূহকে নিয়ন্ত্রণে এনে উৎপাদনশীল কাজে প্রয়োগ করছে। বিচিত্র প্রায়োগিক হাতিয়ার তৈরি করে সে তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে যাচ্ছে। ভাষার এই শক্তিকে যে জাতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে ও বাস্তব জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণাকে উত্তরোত্তর উন্নয়ন কাজে প্রয়োগ করছে, সেই জাতি বিশ্বে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে বৈশ্বিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, দর্শন, আত্মিক-মানসিক ইত্যাদি মানবিক জীবনদর্শন মানোন্নয়নের জ্ঞানবিজ্ঞানে। বিশ্বের প্রতিটি জাতির নিজস্ব ভাষা রয়েছে, যাকে বলা হয় মাতৃ ভাষা। প্রত্যেক জাতির ভাষায় রয়েছে বিশ্বে অবদান রাখা সেই জাতিসমূহের ভাষার ন্যায় ঐশ্বর্যময় গুণ। কিন্তু অনেক জাতি, বিশেষভাবে কিছু কিছু আদিবাসী পরিচিত জাতিকূল তাদের মূল্যবান সেই সম্পদকে অজ্ঞতায় তুচ্ছ করে বস্তাবন্দি করে নিষ্ক্রিয় ও নিষ্ফল করে রেখেছে। তারা নিজেদের ভাষাকে তুচ্ছ করে পরভাষার জগতে চলছে পরগাছারূপে। নিজের মাতৃভাষাকে চর্চা ও উন্নয়ন করা তাদের বিন্দুমাত্র চেতনাবোধ নেই। তারা তাদের নিষ্কর্মা মনমানসিকতা দ্বারা, নিজেদের অমূল্য মানবসত্তা ও অবশ্যম্ভাবী অভাবনীয় সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত ও চরম অবমাননা করছে। তাদের মাতৃভাষা যে, তাদেরই অস্তিত্বের মহাসম্ভাবনার শক্তি ও রক্ষাফলক, তা তারা অবহেলায় হারাতে গিয়ে নিজেদের জাতীয় অস্তিত্বকেই বিলুপ্ত করছে,যা নিজেদের মূর্খতার কারণে তাদের অবাঞ্চনীয় দূভার্গ্য পরিণতি।

মাতৃভাষা একটি জাতির অস্তিত্বেরই পরিচায়ক।এর বিলুপ্তির অর্থ গোটা জাতিরই বিলুপ্তি। মাতৃভাষা একটি জাতি ও পরিবারের সকল সদস্যকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখে। মাতৃ ভাষায় যারা কথা বলে তারা তাদের পরিবার ও গোটা জাতির সকলের সঙ্গে সহজে ও সুস্পষ্টভাবে ভাব বিনিময় করতে পারে;একে অপরকে প্রয়োজনে সান্ত্বনা,অনুপ্রেরণা ও মঙ্গলময় চেতনা জাগিয়ে অমূল্য উপকার করতে পারে। এই ভাষায়, এই ভাষার পরিবারের প্রত্যেক সদস্য স্বাচ্ছন্দ্যে নিশ্চিন্তে নিজের বিভিন্ন অভিপ্রায়ের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, আবেগানুভূতিকে কথায় ও লেখায়, গানে, ছন্দে, বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে, বিচিত্রভাবে তার গুরুত্বপূর্ণ বাণী প্রকাশ ও প্রদান করতে পারে। জাতির সবার কাছে জাতীয় বাস্তব অবস্থা ও অবস্থানকে তুলে ধরে চেতনা দেয়ার মধ্যদিয়ে গোটা জাতিকে সে উত্তরোত্তর মঙ্গলের দিকে নিয়ে যেতে পারে। জাতিকে সে তার লব্ধ অমূল্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপহার দ্বারা মানবিক জীবন মানসম্মত পর্যায়ে রূপান্তরিত করতে পারে। মাতৃভাষার মধ্যদিয়ে সে অন্য জাতির ভাষাগুলোকেও যথাযথভাবে রপ্ত করতে পারে এবং নিজের জাতির অস্তিত্বের মর্যাদা ও তার মাতৃভাষার গুরুত্বকে সে গভীরতরভাবে উপলব্ধি করতে পারে। মাতৃভাষার এই অপরিসীম গুরুত্বকে অনুধাবন ও তার সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা, প্রত্যেক জাতির সন্তানদের অপরিহার্য নৈতিক দায়িত্ব। একটি জাতি তার মাতৃভাষার মধ্যদিয়ে এক সংস্কৃতিবান সুসভ্যজাতি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। মাতৃভাষা প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর অস্তিত্বের জীবন ও শক্তির রক্ষাফলক এবং দর্পণ স্বরূপ। এর অস্তিত্বের রক্ষা ও উন্নয়ন সাধন করা প্রত্যেক জাতির মৌলিক অধিকার ও অপরিহার্য নৈতিক দায়িত্ব। এ বিষয়ে ঘুমন্ত জাতির সন্তানদের নিদ্রাভঙ্গের সময় এসে গেছে।

আদিবাসী বলে পরিচিত যে সব জনগোষ্ঠী রয়েছে, তারা সৌভাগ্যবান, কারণ খ্রিস্টান মিশনারীগণ তাদের সুগভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যকে কাজে লাগিয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসে দীক্ষিত আদিবাসীদের মাতৃভাষা ও তার ব্যাকরণ প্রণয়ন করে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। কাজেই সেই মিশনারীদের রেখে যাওয়া সেই সম্পদের উপর ভিত্তি করে আদিবাসীগণ তাদের মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষিত আদিবাসী সন্তানদেরই অপরিহার্য নৈতিক দায়িত্ব-কর্তব্য অধিক। বিদেশী মিশনারীগণ যেখানে পরদেশী হয়েও এই আদিবাসীদের মাতৃ ভাষাকে এত ভালোবেসে এর ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, সেখানে স্বয়ং আদিবাসীদের শিক্ষিত সন্তানদের নৈতিক দায়িত্ব থাকা কি বাঞ্চনীয় নয়? বাংলাদেশের সরকার নীতিগতভাবে এদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোর ছেলেমেয়েদেরকে স্ব স্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করেছে আর দেশের রাজধানী, ঢাকায় তার অনির্বাণ সাক্ষ্য হিসাবে "মাতৃভাষা ইনষ্টিটিউট" স্থাপন করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে সরকারের এ স্বীকৃতি তার নিছক শুভাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ নয়, এটি তার অপরিহার্য নৈতিক দায়িত্ববোধেরই প্রকাশ। কারণ মর্যাদার সঙ্গে তার আপন অস্তিত্বকে রক্ষা করা ও আত্মবিকাশের উন্নয়ন সাধনের সুযোগ পাওয়া, গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক নাগরিকের অলঙ্ঘনীয় মৌলিক অধিকার। তাছাড়া, এদেশের আদিবাসীগণ এদেশেরই ভূমিজ সন্তান এবং এদেশের স্বাধীনতা অর্জনেরও সহমুক্তিযোদ্ধা। সুতরাং তারা দেশের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বা অবহেলার পাত্র নয়। দেশের সরকারের এই স্বীকৃতিকে অবলম্বন করে এদেশের পিছিয়ে পড়া আদিবাসীগণ তাদের মাতৃভাষার উন্নয়ন সাধনে তৎপর হওয়া আবশ্যক এবং বিশ্বজনীন কল্যাণে অবদান রেখে নিজেদেরকে ধন্য করা আবশ্যক॥

চেতনায় ও কর্মে একুশে ফেব্রুয়ারি

যোগেন জুলিয়ান বেসরা

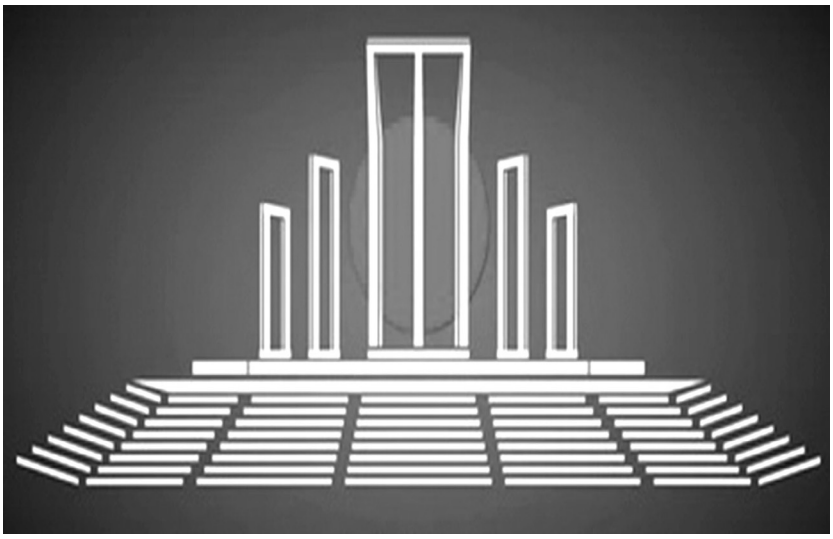

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই দিবসের মর্যাদা চির অম্লান। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা এখন আর দেশের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। গোটা বিশ্ব গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় পালন করছে দিনটি। এটি বাংলাদেশের জন্য বড়ই গৌরবের। পৃথিবীর কোন জাতি তাদের মাতৃভাষার জন্য বুকের তাজা রক্ত দেয়নি। পৃথিবীর ইতিাসের বিরল এই ঘটনা ঘটিয়েছে বাঙালিরা। তাইতো আমাদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বড় গৌরবের, বড় অহংকারের। কোন বিষয় যখন ভৌগলিক সীমানা, নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠির বা জাতির পরিচয় অতিক্রম করে সর্বজনীন ও গোটা বিশ্বের হয়ে ওঠে, তখন সারা পৃথিবীর দায়িত্ব হয়ে ওঠে এর মর্যাদা রক্ষা করার। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং তা ১৮৮ দেশের সমর্থনে অনুমোদন লাভ করে। এরপর থেকে অর্থাৎ ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সদস্যদেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে। এভাবেই আমাদের শহীদ দিবস বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে।

একুশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে এক গৌরবময় দিন এবং এটি আমাদের জাতীয় জীবনের সকল চেতনার উৎস। যেকোন দেশের শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে সে দেশের মাতৃভাষাতেই। তাই ভাষাই হচ্ছে একটি দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক। আর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভাষা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। বিশ্বের প্রতিটি জাতির রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। মাতৃ ভাষা দিবস কেবল দেশ ও জাতির মর্যাদাকেই সম্মানিত করে না, বরং বিশ্বের প্রতিটি জাতির ভাষার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করে। আর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য হলো যেন দেশের তথা সারা বিশ্বের সকল ভাষাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়, যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হয়, বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা ও ছোট-বড় সকল জাতির ভাষাকে সমমর্যাদা দান করা হয়। সর্বজনীনভাবে এ দিবস পালনের মধ্যদিয়েই দিবসটির গুরুত্ব সকল নাগরিকের নিকট প্রকাশিত হয় এবং এ ব্যাপারে সকলে সচেতন হয়ে ওঠে।

একুশ আমাদের কাছে শুধু একটি ঐতিহাসিক দিন নয়, এর তাৎপর্য অনেক গভীর ও ব্যাপক। এটি যেকোন অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। সর্বোপরি আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নিয়ে বাঁচতে শিখিয়েছে। তবে একুশ শুধু একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন নয়, প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল ঔপনিবেশিকতা বিরোধী একটি আন্দোলন এবং স্বাধীনতা স্পৃহার বহিঃপ্রকাশ। একুশ আমাদেরকে স্বাধীনতার চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হতে ও হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন মহান স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে সম্ভব করেছে। তাই এটি একই সাথে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন।

ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে অর্জিত হয়েছে বাঙালির ভাষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার। তাই আমাদের জাতীয় জীবনে প্রেরণাদীপ্ত একুশে ফেব্রুয়ারি অসাধারণ তাৎপর্য বহন করে। মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব অনুধাবন করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির প্রয়াস চালাতে হবে। একুশের চেতনাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে আমাদের আরো বেশি করে চেষ্টা করতে হবে।

একুশ মানে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা

যেকোন মানুষের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার হচ্ছে তার মানবাধিকার। মাতৃভাষা প্রত্যেকটি জাতির জাতিসত্তা বিকাশের প্রধান মাধ্যম। মাতৃভাষা ব্যতীত আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদা সমৃদ্ধ হয় না। একুশ আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে মায়ের ভাষার জন্য তথা নিজের যেকোন ন্যায্য অধিকারের জন্য আত্মত্যাগ করতে হয়। একটি জাতিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে অবদমিত ও বঞ্চিত রাখার বিরুদ্ধে মূলতঃ ভাষা আন্দোলন সংগঠিত হয়। ভাষা মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলেও অনেক সময় তা উপেক্ষা করা হয়। যে ভাষা আমাদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি, তাকে উপেক্ষা করতে শেখানোর মধ্যদিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদেরকে দুর্বল করার প্রয়াস পায়। মায়ের ভাষা কেড়ে নেয়ার দুঃসাহস দেখিয়ে তারা পদানত করার কৌশল নিয়েছিল। কিন্তু সঠিক সময়ে বাংলার মানুষ ছাত্রজনতা বিশেষ ভাবে সে সময়ের দামাল ছেলেরা এর প্রতিবাদ করেছিল এবং বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে হলেও মাতৃভাষার অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করেছে।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্য এভাবেই লড়াই করতে হয়েছে। এভাবেই আমাদের শহীদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হয়ে ওঠার মধ্যদিয়ে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের নিকট ন্যায্য অধিকার লড়াইয়ের এই বাণী পৌঁছে দিয়েছে এবং মানুষকে প্রত্যয় ও সাহসের যোগান দিয়ে চলেছে। একুশ এখন সারা বিশ্বের ভাষা এবং অধিকারজনিত সংগ্রাম ও মর্যাদার প্রতীক। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অহংকার শহীদ মিনার। একুশ আমাদের দেশ ও জাতির নতুন ইতিহাসের

জন্মদাতা। আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য আত্মসচেতন হওয়ার প্রেরণা দিয়েছে মহান একুশ। এক কথায় একুশ মানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়া।

চেতনায় একুশ

কিছু কিছু ঘটনা চেতনার আলো ছড়ায় জাতীয় জীবনেতো বটেই এমনকি গোটা পৃথিবীতে। তেমনি একটি ঘটনা হচ্ছে আমাদের ভাষা আন্দোলন যা ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রভাব অনেক। একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হচ্ছে ভাষা। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভাষা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকর মাধ্যম। প্রতিটি ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া, বিশেষ করে দুর্বল ও অবহেলিত ভাষাগুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা এবং দুর্বল বলে কোন ভাষার উপর প্রভূত্ব করার অপচেষ্টা না করা-ই হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মহান চেতনা। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনের এক অমর অধ্যায়। একুশের চেতনায় উজ্জীবিত হয়েই আমরা পেয়েছি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। আসলে আমাদের জাতীয় জীবনকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য অমর একুশের সীমাহীন অবদানের কথা কখনোই ভোলার নয়।

একুশের চেতনা আমাদের সাহিত্য অঙ্গণেও ফেলেছে সুদূরপ্রসারী প্রভাব। নবচেতনা আর উদ্দীপনায় সৃষ্টি হয়েছে কত সাহিত্য। প্রথমেই আমরা পাই আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত কালজয়ী গান-'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি...'। একুশের সংগ্রামী চেতনার মাধ্যমেই আমরা অর্জন করেছি অনেক ঐতিহ্যসমৃদ্ধ গান ও সাহিত্যের বিভিন্ন রচনাসমূহ। একুশের চেতনায় রচিত হয়েছে অগণিত গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও গান। এছাড়াও একুশ উপলক্ষে বিকাশ লাভ করছে শিল্পসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা। সবচেয়ে বড় ব্যাপার মনে হয় বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ একুশের চেতনা ও প্রেরণায় উজ্জীবিত এবং যেকোন জাতীয় সংকটে ঐক্যবদ্ধ থাকে। একুশের সঠিক ইতিহাসকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং তা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। আজকের প্রজন্মকে আরো বেশি করে একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে উৎসাহিত করতে হবে। একুশের চেতনায়, ভাষা আন্দোলনের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে আমাদের নতুন প্রজন্মকে।

আসলে একুশের চেতনা বহুমুখী। অমর একুশ জাতিসত্তার স্বরূপ আবিষ্কারে সাহায্য করেছে। পাকিস্তানী শাসকদের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনায় সংগঠিত হতে একুশ আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। একুশের চেতনা ক্রমেই পরিণত হয়েছিল স্বাধীনতার চেতনায়। একুশের সাংস্কৃতিক চেতনার আরেকটি ফসল হচ্ছে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা। বাংলা ভাষার যত্ন ও উন্নয়নে বাংলা একাডেমীর অবদান অনস্বীকার্য। একুশ উপলক্ষে বাংলা একাডেমী যে বই মেলার আয়োজন করে তা আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, স্বাধীনতা-পূর্ব সকল আন্দোলনের মূল চেতনাই ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি।

কর্মে একুশ

তবে একুশ নিঃসন্দেহে আমাদের দায়িত্ব বাড়িয়েছে। দিবসটিকে আর শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। এটিকে দৈনন্দিন জীবনের কর্মে ও বাস্তবতায় নিয়ে আসতে হবে। একুশের একটি প্রধান অঙ্গীকার হলো রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন নিশ্চিত করা। তবে এর বাস্তবায়ন খুবই ধীরে হচ্ছে। আর নতুন প্রজন্মকে খাঁটি বাংলা শেখানোই যেন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের অনেকেই ইংরেজি মেশানো বাংলা বলাকেই আধুনিকতা মনে করে। দেশের ভেতরের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিগুলোর মাতৃভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখা এবং তার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্রীয়ভাবে সহায়তা করা একান্ত দরকার। এ ব্যাপারে কিছু কাজ হলেও তা অনেকটা দায়সারা গোছের। এই কাজ কার্যকরভাবে ও গুরুত্ব সহকারে করা দরকার। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একুশের চেতনা বাস্তবায়ন করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

ব্যাপকভাবে না হলেও ব্যক্তিগতভাবে ও সামাজিকভাবে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিগুলোর ভাষাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। শুধু তাদের ভাষা নয়, ঐ মানুষগুলোও অবহেলার শিকার হয় এবং প্রাপ্য মর্যাদা অনেক সময় পায় না। এটি বৃহত্তর সমাজের কারো মধ্যে থাকলে তা পরিবর্তন করা দরকার। আচরণের মধ্যে তাদেরকে ও তাদের ভাষাকে সম্মান দেয়ার মনোভাব যেন প্রকাশ পায়। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে পিছিয়ে পড়া এইসব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে সহায়তা করা প্রয়োজন।

সমাজ জীবনে একুশ

আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে আত্মদানের এ দিবসটি বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ২১ ফেব্রুয়ারি এখন শুধু আমাদের ভাষাশহীদ দিবস নয়, এটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসও বটে। মাতৃভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগের মহিমা সমুজ্জ্বল হয়েছে পৃথিবীর সকল জাতিগোষ্ঠির মাতৃভাষার স্বীকৃতির মধ্যদিয়ে। প্রতিটি জনগোষ্ঠির নিজ নিজ মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশের বিষয়টি তাদের রাজনৈতিক অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির পাশাপাশি সকল সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠির মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও স্বকীয়তা প্রকাশের সুযোগ থাকা একান্তভাবেই দরকার।

বাংলাদেশের সমাজ জীবনে একুশের প্রভাব ভালভাবেই লক্ষ্য করা যায়। বেশ কয়েক বছর থেকেই দেখা যায় প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে এবং অনেক গ্রামেও গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করা হয় অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে। নিদেনপক্ষে যাদের সুযোগ আছে তাদের সকলেই শহীদ মিনারে ফুল দেয়ার চেষ্টা করে থাকে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রধান লক্ষ্যই হলো- বিশ্বের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির নিজ নিজ মাতৃভাষাকে সম্মান জানানো এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার ও বিকাশকে স্বীকৃতি প্রদান। তাই অন্য ভাষার প্রতি বৈরিতা নয়, বরং বিশ্বসমাজ গঠনে প্রতিটি ছোট বড় ভাষার প্রতি সম্মানবোধও মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের অন্যতম লক্ষ্য। একুশে ফেব্রুয়ারির যে চেতনা আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গতে সাহায্য করেছে, সেই দিনটিকে শুধু আনুষ্ঠানিক নয়, প্রজন্মান্তরে বুকে ধারণ করতে হবে। তবেই সকল মানুষের মধ্যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জন্মাবে এবং আমরা শান্তিপূর্ণ মানবসমাজ গঠন করতে সক্ষম হব।

শেষের কথা

ভাষা আন্দোলনের মহান অর্জন সমুন্নত রাখতে, মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনা চিরজাগরুক রাখতে নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী তথা সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে সচেষ্ট থাকতে হবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাতে দেশের সকল মানুষের মুখে হাসি ফোঁটে। আমাদের অবিরাম সংগ্রাম করে যেতে হবে একটি সমৃদ্ধশালী ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে, যেখানে থাকবে না ধর্ম-বর্ণ-দল-মতের বিভেদ।

একুশের চেতনাকে আমাদের জাতীয় জীবনে ধরে রাখতে হবে। জাতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য আত্মোৎসর্গের মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। হিংসা বিদ্বেষ ভুলে একুশের চেতনা হৃদয়ে ধারণ করে দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। মাতৃভাষার সুরক্ষা, বিকাশ এবং অনুশীলনের মাধ্যমে সকল ভাষার উন্নয়নে কাজ করতে হবে। তবেই একুশের অর্জন সার্থকতা লাভ করবে॥

তপস্যাকাল ও ভস্ম ললাটে জীবনের রূপান্তর ধ্যান

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

(পূর্ব প্রকাশের পর)

প্রায়শ্চিত্তকালে ধূলি ও মৃত্যুচেতনা

ভস্ম বুধবার দিনে কপালে ভস্ম লেপন করতে করতে যাজক বলেন: "হে মানব, তুমি ধূলি। ধূলি থেকেই এসেছ এবং ধূলিতেই মিশে যাবে।" প্রশ্ন আসতে পারে: ভস্ম বুধবারে ললাটে ভস্ম লেপনের সময় মৃত্যু চেতনা কেন? কোত্থেকে তা এলো? ভস্ম ও ধূলির মধ্যেই বা কি সম্পর্ক? আসলে দু'টি বস্তুই আমাদেরকে আমাদের জীবন সম্বন্ধে এক গভীর চেতনা দান করে। তা অমাদের জীবনের অসারতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রকৃত পক্ষে, হিব্রু শব্দ efer যার অর্থ ভস্ম (ashes), তা কালক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে afar যার অর্থ হলো ধূলি (dust)। এটি হতে পারে যে, ধূলি মৃত ব্যক্তির কবর থেকে নেওয়া হয়েছিল এবং জীবিত ব্যক্তি তার সাথে খুব একাত্মতা বোধ করতো।[১২] আমাদের ললাটে ভস্ম লেপন করে আমাদের জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এবং পাপের জন্যে অনুতাপ করতে আমাদেরকে আহ্বান জানানো হয়।

তপস্যাকালে বিশেষ তিনটি বিষয়ে ধ্যান

তপস্যাকালে বিশেষ তিনটি বিষয়ে ধ্যান করতে মণ্ডলীর মধ্যদিয়ে যিশু আমাদেরকে আহ্বান জানান। এই ত্রিবিধ জীবন ধ্যান-পদ্ধতি হলো: "দেখ, বিচার কর ও কাজ কর।"

১. দেখ:

এই দেখা শুধু শরীরের দুই চোখ দিয়ে দেখা নয়, বরং এই দেখা হলো সৎ-পুণ্য-পবিত্র বিবেক ও হৃদয় দিয়ে দেখা। জীবনে ঈশ্বর কোথায় বা কত দূর? কিন্তু ঈশ্বর তো দূরে নন, তিনি একান্তই কাছে, সব চেয়ে কাছে। তাই যিশু আমাদের সবাইকে বলেন: "মন ফেরাও! ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যে।"[১৩]

২. বিচার কর: নিজের জীবনে ভাল-মন্দ আবিষ্কার।

৩. কাজ কর: ভাল কাজ কর, মন্দ পরিহার কর।

উপবাসকালের তিন মূলমন্ত্র: দান, প্রার্থনা ও উপবাস

যিশু নিজেই আমাদের জীবন রূপান্তর বা পবিবর্তনের জন্যে, তথা আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্যে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপায় বা পথ আমাদের সামনে তুলে ধরেন, যা খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতি বছর উপবাসকালের সূচনাতে আমাদের সামনে নতুন করে তুলে ধরেন। সেই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো: দান, প্রার্থনা ও উপবাস।

১) দান করা

কলকাতায় মাদার তেরেজার শিশু ভবনে লেখা আছে: "যতক্ষণ কষ্ট না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দান কর" প্রশ্ন: কী দান করবো? কেন দান করবো? আমাদের জীবন ঈশ্বরের একটি মহৎ দান। দান করা হলো: (১) ভালোবাসা: ঈশ্বরকে ও মানুষকে একান্ত আপন করে ভালোবাসা। (২) সেবা করা: অন্যকে কিছু দান করার মধ্যদিয়ে আমরা অন্যের সেবা করি, অন্যের উপকার করি। (৩) দীন-দরিদ্রদের সাথে একাত্মা হওয়া: দান করার মধ্যদিয়ে, বিশেষভাবে তুচ্ছ, নগণ্য, অভাবী মানুষকে দান করে আমরা যিশু, তথা ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হই। তাই যিশু বলেন: "আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের একজনেরও জন্যে যা-কিছু করেছ, তা আমারই জন্যে করেছ।"[১৪]

২) প্রার্থনা করা

প্রার্থনা জীবনকে পবিত্র করে। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আমরা ঈশ্বরের শক্তি লাভ করি। তাই প্রার্থনার শক্তিতে আমরা শয়তানের বা মন্দ লোকের যে কোন প্রলোভন জয় করতে পারি। তাই যিশু আমাদের বলেন: "জেগে থাক আর প্রার্থনা কর, যাতে প্রলোভনে না পড়।"[১৫] প্রার্থনা আমাদের জীবনের খাদ্য; প্রার্থনা হলো আমাদের শক্তি। প্রার্থনার মধ্যদিয়েই আমরা

উপবাস বা প্রায়শ্চিত্ত করার দু'টি ধারা বা দুই ধরণের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়: একটি ইতিবাচক মনোভাব (Positive Attitude); অন্যটি নেতিবাচক মনোভাব বা Positive Attitude। নিম্নে তা কিছু বাস্তব উদাহরণসহ তুলে ধরা হলো:

উপবাস: ইতিবাচক মনোভাব	উপবাস: নেতিবাচক মনোভাব
১। দৈহিক সাধনা/তপস্যা	
- গরীবকে খাদ্য দান - কঠোর পারিশ্রম - বিশ্বস্তভাবে কাজ করা	- কম খাওয়া/ উপবাস করা - অলসতা না করা - মাছ/মাংস না খাওয়া
২। মনের সাধনা/তপস্যা	
- সর্বদা সুন্দর চিন্তা করা - ভাল বই / ধর্ম বই পড়া - প্রতিদিন বাইবেল পাঠ - সর্বদা ভাল কথা বলা	- মন্দ কথা না বলা ---- - কু-চিন্তা/মন্দ চিন্তা না করা - মন্দ বই না পড়া - সিনেমা না দেখা
৩। অধ্যাত্ম/অন্তরের সাধনা / তপস্যা	
- প্রতিদিন পরিবারে প্রার্থনা করা - প্রতি রবিবারে গির্জায় যাওয়া - প্রতিদিন পবিত্র বাইবেল পাঠ করা - প্রার্থনায় /ধ্যানে সময় কাটানো - শান্তি স্থাপনের কাজ করা - অন্যকে ক্ষমা করা - অন্যের কাছে ক্ষমা চাওয়া - সবাইকে ভালোবাসা/সম্মান করা - গরীবকে দান করা	- দৈহিক পারিবারিক প্রার্থনায় না থাকা/অনুপস্থিত - খ্রিস্টযাগে অনুপস্থিত না থাকা - সময় অপচয় না করা - অন্যের শান্তি নষ্ট না করা - অন্যের অপরাধ ধরে না রাখা - কাউকে ঘৃণা না করা - প্রতিশোধ না নেওয়া - কোন কিছুর অপচয় না করা

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে একান্ত কাছে পাই। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আমাদের জীবনের রূপান্তর ঘটে; প্রার্থনার শক্তিতে আমরা পাপের পথ পরিত্যাগ করার এবং পবিত্র ও সুন্দর জীবনের পথে চলার শক্তি লাভ করি। বিখ্যাত ঐশতত্ত্ববিদ Soren Kierkegaard ঠিকই বলেছেন যে, "প্রার্থনা ঈশ্বরকে পরিবর্তন করে না, কিন্তু যে ব্যক্তি প্রার্থনা করে, তা তাকেই পরিবর্তন করে" ("Prayer does not change God, but it changes him who prays")।১৬ তাই সাধু পল আমাদেরকে সর্বদা প্রার্থনা করার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন: "তোমরা প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান হয়ে থাক।" [১৭]

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে, "প্রার্থনা করে কী লাভ হয়?" এই প্রশ্নের একটি সহজ উত্তর বোধ হয় এভাবে দেওয়া যেতে পারে:

"প্রার্থনা করতে করতে একজন হয় স্বর্গের দূত

প্রার্থনা না করতে করতে একজন হয় নরকের ভূত।"

৩) উপবাস

উপবাস/রোজা অর্থ অনাহার, না-খেয়ে থাকা, অভুক্ত থাকা, ভোগ না করা, বিরত থাকা, নিবৃত থাকা, না করা, দূরে থাকা, পরিত্যাগ করা। এই উপবাসকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়:

১) দৈহিক (বাহ্যিক) উপবাস: দেহের কামনা, লালসা পরিত্যাগ, খাওয়া পরিত্যাগ

২) মানসিক উপবাস: মন/চিত্তের নিয়ন্ত্রণ, চিন্তা নিয়ন্ত্রণ, মন্দ চিন্তা পরিত্যাগ/পরিহার

৩) আত্মিক উপবাস: অন্তরের শুদ্ধতা/সূচিতা, আত্মায় যে মন্দ লুকিয়ে আছে তা ত্যাগ করা।

- উপবাস হলো অভাবী যিশুর সাথে এক হওয়া
- উপবাস হলো দরিদ্রদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ, তাদের সাথে একমন একপ্রাণ হওয়া
- সম্পদের সহভাগিতা- আমার অনেক আছে, দরিদ্রদের অনেক কিছু নাই,
- আমি তাদের একজন হই: আমি তাদের ভাই হই, বন্ধু হই
- আমি তাদের যন্ত্রণার সমব্যাথী হই, তাদের ক্রুশের যাত্রাপথের সঙ্গী হই।

পোপ ফ্রান্সিস ২০২১ উপবাস সম্বন্ধে বলেন:

আপনি কি উপবাস করতে চান?

আঘাতদায়ক শব্দ পরিহারের উপবাস করুন এবং সুন্দর কথা বলুন

দুঃখ পরিহারের উপবাস করুন এবং কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ থাকুন।

রাগ পরিহারের উপবাস করুন এবং কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ থাকুন

হতাশা পরিহারের উপবাস করুন এবং আশায় পূর্ণ থাকুন।

দুশ্চিন্তা মুক্ত হওয়ার উপবাস করুন এবং ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখুন

অভিযোগ পরিহার করার উপবাস করুন এবং সরলতা ধ্যান করুন।

চাপ থেকে উপবাস করুন এবং প্রার্থনাশীল হোন

তিক্ততা থেকে মুক্তির উপবাস করুন এবং আপনার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ রাখুন।

স্বার্থপরতা থেকে মুক্তির উপবাস করুন এবং দয়াশীল হোন।

ক্ষোভ থেকে মুক্তির উপবাস করুন এবং পুনর্মিলিত হোন।

উচ্চবাচ্য থেকে মুক্তির উপবাস করুন; নীরব থাকুন এবং শ্রবণ করুন।[১৮]

(বঙ্গানুবাদ: DO YOU WANT TO FAST THIS LENT?)

-সহায়িকা:

1.'LENT' in The Catholic Encyclopedia, Vol.9 , p.152.
2. দ্রষ্টব্য: H, c„ôv 152.
3. 'LENT', ঐ, পৃষ্ঠা 152.
4. দ্রষ্টব্য: H
5. Source: https://www.bangorparish.com/wp-content/uploads/Columban-Sr-Ash-Wednesday-Thoughts-for-Lent.pdf.
6. দ্রষ্টব্য: https://www.bangorparish.com/wp-content/uploads/Columban-Sr-Ash-Wednesday-Thoughts-for-Lent.pdf.
7. https://www.bangorparish.com/wp-content/uploads/Columban-Sr-Ash-Wednesday-Thoughts-for-Lent.pdf.
8. 'LENT' in The Catholic Encyclopedia, Vol.9 , p.152.
9. Source:https://www.google.ays+of+lent+fasting+rules...catholic+church.

১০. The Catholic Encyclopedia, Vol. 1, p. 776.
১১. দ্রষ্টব্য: ঐ, পৃষ্ঠা ৭৭৬
১২. দ্রষ্টব্য: ঐ, পৃষ্ঠা ৭৭৬
১৩. মথি ৪:১৭, মঙ্গলবার্তা
১৪. মথি ২৫:৪০, মঙ্গলবার্তা
১৫. মথি ২৬:৪১, মঙ্গলবার্তা

১৬. source: https://www.brainyquote.com/quotes/soren_kierkegaard_107355.
17. কলসীয় 4:2K, মঙ্গলবার্তা
18. Source: LENT 2021, https://www.bangorparish.com/wp-content/uploads/Columban-Sr-Ash-Wednesday-Thoughts-for-Lent.pdf.

মাতৃভাষা বাংলা

সংগ্রামী মানব

মাতৃভাষা বাংলা
উর্দুকে তিরষ্কার করে,
ভাষার জন্যে একমাত্র জাতি হয়ে
রক্ত দিয়েছি আমরা।
বাঙালী একটি অবিস্মরণীয় নাম
বাংলা যাদের প্রাণ,
সালাম, বরকত, রফিকের রক্ত
আজও পিচঢালা রাস্তায় লেপিত
মুছে যায়নি তো ছাত্র সমাজের ঘর্ম।
বাঙালি আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে
উচ্চ কণ্ঠে বলছে অবিরাম
আর মানবোনা মরণাঘাত,
রক্ষা করবো দেশ ও জাতির সম্মান।
তোরা আয় অস্ত্র হাতে
আমরা লড়বো স্বহাতে,
যেখানে ভালোবাসায় লণ্ডভণ্ড হবে
পিশাচের প্রাণ।
স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবো
বিলিয়ে দিয়ে,
লক্ষ কোটি তাজা প্রাণ॥

ঢাকার বনানীতে অবস্থিত "জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর" ৫০ বছরের পথচলা (২৩ আগস্ট ১৯৭৩- ২৩ আগস্ট ২০২৩)

ফাদার লুইস সুশীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ২ জুলাই ফাদার সীমা দেখার জন্য বনানী যান- তিনি নিজেই বলেছেন তার কাছে বনগাঁও নামে পরিচিত সে স্থান মরুভূমির মত মনে হয়েছিল- বেশি পছন্দ করেননি। তিনি শুনেছেন কিছু কাঁঠাল গাছ নাকি ছিল কেটে নিয়ে গেছে মানুষেরা। বিশপের ভাই পিটার দেখাশোনা করতেন- এখন যেমন তখনো এখানে প্রচুর লাউ হত।

এ এলাকা গ্রাম ছিল। বেশ কিছু এলাকা ও গ্রাম নিয়ে নাম ছিল বনানী। ঝিলের পশ্চিমে ছিল বনানী পুবে ছিল গুলশান। সেমিনারী এলাকা ছিল সত্যি গ্রামের মত, কিছুটা জঙ্গলে ভরা, নানারূপ গর্ত ও ঘাসে ভরা। তার পশ্চিম উত্তর পাশ দিয়ে ছিল কচুরিপানা ও জলে পূর্ণ ঝিল। বর্তমানে সব ভরাট করা হয়েছে আর সব কবরস্থান হয়ে গেছে। তিনি একজন লোকের দেখা পান যিনি বলেন, বনানীর ভিতরে ছিল তাদের বাড়ী। সামনে একটি দোতলা বাড়ী ছিল, ৪ নম্বর সড়কে আর একটি লাল দোতালা বাড়ী ছিল, সামনে দিয়ে চলার রাস্তা ছিল। তখন কাকলী ও গুলশানের রাস্তা ছিল অন্যদিকে ঢাকা থেকে টঙ্গীর দিকে যাবার রাস্তা ছিল। জানা যায় পাকিস্তানী আইয়ুব সরকার ধানমন্ডি থেকে বিদেশী ও কূটনীতিকদের বনানী এলাকায় আনতে চাইলেন। তাই বনানী বিরাট এলাকা সরকার লিজ নেয়। সেসময় আর্চবিশপ একটি জমি কিনেন। তবে প্রথমে বর্তমানের জমিটি ছিল না, ছিল কাকলী বনানী রাস্তার উত্তর পাশের এক জমি, সেটি আরো বড় ছিল। আর্চবিশপ পৌলিনুস বলেছেন, সেখানে একটি কবরও নাকি ছিল। পরে বর্তমানের জমিটি দেয়া হয়। কারণ কবরস্থান ছিল তবে অনেক ছোট তারপর পাশে নোংড়া ঝিল কেউ আসতে ও নিতে চাইতো না তাই পরে এ জমি ব্যবস্থা করা হয়। এসব কাজ দেখাশোনা করতেন ফাদার পিটার দেশাই। সেসময় প্রধানমন্ত্রী মোনায়েম খাঁনের বাসস্থান ছিল ২৭ নাম্বার রাস্তার শেষ বাড়ী, ডানে বায়ের দুটিই। তিনি সেখানে থাকতেন পরে তার ছেলে সেখানে থাকতেন।

আগস্ট মাসে ক্লাস শুরু হয়। ফাদার বনানী থাকতে শুরু করেন। লেনার্ড রোজারিও নারিকেল গাছগুলি লাগায় পরে ফাদার সীমা নিজেও অন্যান্য গাছ লাগান। ঐশতত্ত্ব পড়ুয়া ছাত্রদের ঘরের পাশে বর্তমানে বড় যে আম গাছ ফাদার তা শ্যামলী সিনেমা হলের পিছনের নার্সারী থেকে ছোট কলমরূপে কিনে এনে লাগান। এটির ২ দিকে ২ ধরনের আমের কলম ছিল- খিরসাপাত ও গোপালভোগ। ঐ সময়কার সেমিনারীয়ান লুইজি পিমে, কোন এক দিন ছাদ থেকে বাঁশ নীচে ফেলে আর তাতে একটা কলম ভেঙ্গে যায়। পরে একটা কলম থাকে আর এত বড় হয়। ফাদার সেমিনারীতে প্রথম দিকে মাত্র ৪টি গাছ দেখেছেন- থিওলজি দালানের কাছে একটি সাজনা গাছ, গ্রটোর কাছে একটি খেজুর গাছ (পরে কেটে ফেলা হয়) ও শিক্ষকমণ্ডলীর ঘরের উত্তর পাশে ২ টি তাল গাছ (সর্বশেষ চিহ্ন তাল গাছ ২০১২ তে কেটে ফেলা হয় এগুলি দিয়ে গোয়াল ঘরের কাজ করা হয়) বর্তমানে আর কোন পুরাতন চিহ্ন নেই। সেসময় এ এলাকায় মানুষ আসতে চাইত না, আসার সময় কিছু বাহন পেত বাস বা অন্য কিছু। কিন্তু যাবার সময় সহজে কিছু পাওয়া যেত না, তাই হাঁটতে হতো। টঙ্গী থেকে অনেক পর পর বাস আসত তার অপেক্ষায় থাকতে হত।

পরিচালকের জন্মদিনে পরিচালক দিবস পালন করা হতো তা খুব ভাল লাগতো। ক্যাসাক দিবসও খুব ভাল লাগত। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে খুব আনন্দ হতো। গায়ে হলুদ শুরু হয় আনুমানিক ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। আর্চবিশপ গাঙ্গুলী তাকে উপাসনায় সংস্কৃত্যায়ন করতে কয়েকটি স্থান নির্ধারণ করে দেন, সেগুলি হল: বনানী সেমিনারী, ম্যাথিস হাউস সেমিনারী, রমনা সেমিনারী, মেরী হাউস, বান্দুরা সেমিনারী প্রভৃতি। এসব স্থান থেকে উপাসনায় নবায়ন আনার জন্য অনেক কিছু করা হয়। সেমিনারীয়ানদের দিয়ে উপাসনায় সংস্কৃত্যায়ন বিষয়ে কাজ শুরু করা হয়।

বনানীতে অনেক সেমিনার করা হত, বাইরে থেকে বিভিন্ন সময়ে অনেকে এখানে আসতেন, দেখতেন সব কিছু, আর সেভাবেই এসব বিষয় খুব তাড়াতাড়ি সর্বত্র ছড়ায়। যেমন আলপনা, দেশীয় বাদ্যযন্ত্র, বরণ অনুষ্ঠান, কীর্তন, উপাসনায় চাদর ব্যবহার ইত্যাদি।

তদানিন্তন ফাদার বর্তমানে বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ-এর স্মৃতিচারণা

বিগত ১২ জানুয়ারি ২০১৫ সেমিনারীতে আসেন প্রথম দিন ক্লাসের উদ্বোধন করতে। তিনি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ১০ জন যাজকের সঙ্গে। একই সঙ্গে তার যাজকীয় জীবনের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়। তাকে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং কৃতজ্ঞতার স্মৃতিচিহ্ন দেয়া হয়। তিনি বেশ আনন্দিত ছিলেন। তিনি তার ভাষণে অনেক স্মৃতিচারণ করেন ও ৫০ বছর আগে ফিরে গিয়ে বলেন যে, সেমিনারী শুরুতে তিনি প্রয়াত আর্চবিশপের (পৌলিনুস) সঙ্গে অনেক স্বপ্ন দেখেন ও সেমিনারী বিষয়ে আলোচনা, পরামর্শ, পরিকল্পনা সব করেন। তিনি পাশে থেকে পরিচালক ফাদার পৌলিনুসকে সার্বিক সহায়তা দেন। তিনি সেমিনারীর প্রথম দলের শিক্ষক ছিলেন এবং সব সময় পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষক হিসেবে থাকতে চেয়েছেন। ৫০ বছরের নির্যাস হল যে, ছোট বেলায় যাজক হবার সুন্দর ইচ্ছা ছিল, সেটা নিয়ে মনে খুব আনন্দ ছিল, সেটা ধরে রেখেছিলেন এবং পরে অনেক সাধনায় আগ্রহে চেষ্টায় যাজক হয়েছেন। বর্তমান সেমিনারীয়ানদেরও সেরূপ হতে ও করতে এবং সেভাবে আনন্দে ও সদিচ্ছা নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সামনে চলতে বলেন।

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর পবিত্র আত্মা ভবন নির্মাণ ও অতঃপর

নতুন দালান হল সেমিনারীর নব ঐশতাত্ত্বিক শাখা। ছাত্র শিক্ষকদের আবাসন ব্যবস্থা, হল ঘর নির্মাণ এরূপ নানা কারণে বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে অনেক দিন থেকে এ নতুন দালানের জরুরী প্রয়োজন ছিল। আর এসব প্রয়োজন ও প্রত্যাশা পূরণের জন্য পবিত্র আত্মা ভবনের নির্মাণ যাত্রা শুরু হয় দফায় দফায় আলোচনা, বিশ্লেষণ, সভা সম্মেলন, পরামর্শ ইত্যাদির পর। এক বিরাট খরচে অনেক মানুষের অংশগ্রহণ ও সহায়তায় এর নির্মাণ যাত্রা উদ্বোধন করা হয়। এদিন অনেক দিনের স্বপ্ন বাস্তব হতে শুরু করে। বিগত ৩১ জানুয়ারি, ২০১৫, রোজ শনিবার বনানীর পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর নতুন দালানের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়। প্রথমেই চট্রগ্রাম ধর্মপ্রদেশের মহাধর্মপাল প্রয়াত পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত মজেস কস্তা সিএসসি ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের নাম স্মরণ ক'রে ক্ষুদ্র প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সার্বিক মঙ্গল কামনা করেন। অতঃপর তিনি ও তদানীন্তন সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল পরম শ্রদ্ধেয় বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই একত্রে কোদাল চালিয়ে ভূমি খনন ক'রে দালান নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। একই সাথে পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর পরিচালক শ্রদ্ধেয় ফাদার ইম্মানুয়েল রোজারিও, শিক্ষা পরিচালক শ্রদ্ধেয় ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ এবং সেমিনারীয়ানদের পক্ষে জনি হিউবার্ট গমেজ ভূমি খননে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া শ্রদ্ধেয় ফাদার আন্তনী সেন, সেনিরীয়ানগণ, ইঞ্জিনিয়ার সিদ্দিক ও মি. টমাস গমেজ উপস্থিত থেকে উক্ত উদ্বোধনী। অনুষ্ঠানকে আরো আনন্দঘন করে তুলেছেন।

এখানে আরো স্মরণীয় যে, এ নব ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহাধর্মপাল পরম শ্রদ্ধেয় প্যাট্রিক ডি রোজারিও সিএসসি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি। **(চলবে)**

দ্বিতীয় সূচনা

জেসিকা লরেটো ডি' রোজারিও

"বাস্তবতা এতই কঠিন যে কখনো কখনো বুকের ভেতর গড়ে তোলা বিন্দু বিন্দু ভালোবাসাও অসহায় হয়ে পড়ে।" (হুমায়ূন আহমেদ)

লাইনটির দিকে তাকাতেই চোখ আটকে যায় ইশানের। কিছু মুহূর্তের নিস্তব্ধতা তাকে গ্রাস করেছে পুরোপুরি। গরম চায়ের মগটিও যে পুড়িয়ে দিচ্ছে হাত, তার দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। হাতের এই ক্ষত তো সারিয়ে তোলা যায়, কিন্তু হৃদয়গভীরে সৃষ্ট ক্ষত সারাবে কে? মানুষ হয়তো সবচেয়ে বেশি অসহায় হয়ে পড়ে তার ভালোবাসার মানুষটির সামনে! চোখের কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো নিজের অজান্তেই। বেডরুমে চলে আসে ইশান ফাস্ট-এইড বক্সের খোঁজে। বেডরুমটা নিজ হাতে সাজিয়েছিলো অবনী। ভালোবেসে ওকে "অবু" বলেই ডাকতো। হালকা নীল রঙটি ওর খুব প্রিয়। সেই হালকা নীল আর সাদার এক অদ্ভুত সৌন্দর্য বিরাজ করে তাদের এই বেড রুমটায়। খাটের গাঢ় নীল রঙের চাদরের ভাজে ভাজে রয়েছে অবনীর ঘ্রাণ। খাটের পাশের ছোট্ট সাদা টেবিলে রয়েছে অবনী আর ইশানের ছবি। সেই ছবির দিকে তাকাতেই ইশান হারিয়ে যায় ফেলে আসা অতীতে।

প্রায় বছর আটেক আগের কথা

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ইশান। বাবা মারা গিয়েছেন শৈশবেই। খুব কষ্ট করে মা তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। "সেন্ট অগাস্টিন" কলেজের শিক্ষকতার চাকুরি পায় ইশান। শিক্ষক হিসেবে বেশ নামডাকও হয়েছিলো তার। কিন্তু সেই সুখের দিনগুলো খুব দ্রুতই ফুরিয়ে এলো। হার্ট অ্যাটাকে তার মা মারা যায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই। পুরো পৃথিবীতে যেনো খুব অসহায় হয়ে পড়ে ইশান। বাবা-মা হীন ইশানের দুঃখ যেনো আকাশচুম্বী। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে ফিরে আসে কর্মস্থলে। তার এক কলিগের অনুরোধে প্রাইভেট টিউশন দিতেও রাজি হয়। মাকে হারানোর শোক ঘোচাতে নিজেকে আরও বেশি ব্যস্ত করে তোলে। ইংরেজির শিক্ষক হিসেবেই মূলত টিউশনিটা পেয়েছিলো সে। সেদিনই প্রথম দেখে সে অবনীকে। দুধে-আলতা গায়ের বরণ, বাদামী রঙের চুল আর মায়াভরা ডাগর চোখের সদ্য সপ্তদশী এক তরুণী। মানুষ তো নয় যেনো মর্ত্যের উর্বশী। সেই প্রথম দেখা শান্ত স্বভাবের অপ্সরার হৃদয়ে ভালোবাসার ফুল ফোটে এই সাদামাটা হতদরিদ্র যুবকের জন্য। তার এই দীনহীনতাকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনি অর্থবৈভবে আচ্ছাদিত অবনীর বাবা-মা। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার শেষের দিকে ইশান অবনীকে অনেক বোঝানোর চেষ্টাও করে। কিন্তু তার এই জেদের সামনে পরাজয় মেনে নিয়ে অবশেষে অবনীর বাবা-মায়ের অসম্মতিতে ঘর বাঁধে তারা। ইশান নিজ দায়িত্বে অবনীকে পড়ালেখা করিয়ে যাচ্ছিলো। ছোট্ট একটা সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকলেও ভালোবাসার কমতি ছিলোনা। এই ভালোবাসার ফলস্বরূপ তাদের ঘর আলো করে আসে "পৃথিবী"। তাদের একমাত্র ছেলে। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তাদের সংসারে বইতে শুরু করে কালবৈশাখীর ঝড়ো হাওয়া। এই দারিদ্র্যতা, এই সাধারণ জীবন যেনো কোনোভাবেই আর ভালোবাসায় আগলে রাখতে পারছিলো না অবনী। এক প্রকার জেদ করেই এয়ার হোস্টেজের চাকুরী শুরু করে সে। স্বচ্ছলতা ফিরলেও বদলে যেতে থাকে অবনী। অগ্যতা উপায় না দেখে বাধ্য হয়েই নিজের সব টিউশনি ছেড়ে ছোট্ট পৃথিবীকে সময় দিতে শুরু করে ইশান। দেখতে দেখতে পৃথিবীরও তিন বছর হয়ে যায়। মায়ের জন্য সদা উন্মুখ পৃথিবী তার মায়ের গন্ধ, স্পর্শ পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকে সে। অবনীও যেনো ছেলেকে চোখে হারায়। এই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়ানো অবনীর মন যেনো সবসময় পড়ে থাকে তার ছোট্ট পৃথিবীর কাছে। ছেলের একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলছে অবনী।

পৃথিবীর চার বছরের জন্মদিন পালনের কিছুদিন আগে একদিন হঠাৎ অবনীর বাবা-মা তাদের বাসায় উপস্থিত হয়। বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে তারা। পৃথিবীর সেই মায়াভরা মুখটা আর তার চঞ্চল হাসিতে সব ভুলে তাদের মেনে নেয়।

নতুন করে তাদের জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। দিনটি ছিলো অক্টোবরের ১৪ তারিখ। পৃথিবীর জন্মদিন আর দুদিন বাদেই। খুব আয়োজন এবারে তার জন্মদিন নিয়ে। অবনী কাজে যাওয়ার আগে পৃথিবীকে বুকে জড়িয়ে খুব আদর করে। আর ইশানকে বলে ওকে দেখে রেখো "শান"। সাবধানে থেকো, আমি আসি। ইশান দুপুরের দিকে পৃথিবীকে ঘুম পাড়িয়ে, বই নিয়ে শুয়ে পড়ে ছোট্ট পৃথিবীর পাশে। তন্দ্রাঘোরে ডুবে গেছে ইশান মুহূর্তেই। তাদের ঘরটা ছিলো ছাদের ঠিক নিচের তলায়। হঠাৎ মানুষের চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যায় ইশানের, পাশে ফিরে দেখে ছোট্ট পৃথিবী তার পাশে নেই। বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে। ছাদে তো রেলিং নেই। কি মনে করে ছাদে যেতেই দেখে তাদের বাসার দরজাটা খোলা। ছাদে উঠে উঁকি দিতেই দেখে নিচে পড়ে আছে পৃথিবীর থেতলে যাওয়া ছোট্ট রক্তাক্ত শরীর। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও ডাক্তার বলে "সরি মিস্টার গোমেজ, হি ইজ নো মোর।" পৃথিবীর এই হঠাৎ চলে যাওয়া অমাবস্যা বয়ে আনে তাদের জীবনে। সেই ঘটনার আজ দু'বছর হতে চললো। অবনী পৃথিবীর মৃত্যুর জন্য ইশানকেই দায়ী ভাবে। মুখে কিছু না বললেও তার চোখে এক অদ্ভুত ঘৃণা ইশানের জন্য। এক ছাদের নিচে থাকলেও তাদের মধ্যে যেনো এক অদ্ভুত নীরবতা। অবনীও যেনো ঘরবিমুখ বিহঙ্গ। ইশান অনেক চেষ্টা করলেও অবনী তার সাথে কথা বলার কোনো আগ্রহই দেখায়নি কোনদিন। সেই থমথমে নীরবতা আজও বিদ্যমান। প্রায়শই গভীর রাতে অবনীর আর্তনাদ তাকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে।

অতীতের এসব ভাবনায় কখন যে এতটা সময় চলে গেছে টের পায়নি সে। ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ পড়তেই ইশান বুঝতে পারে আজ ভালোবাসা দিবস। অবনীর জন্য এক অদ্ভুত শূন্যতা তাকে গ্রাস করে। সে তৈরি হয় অবুর জন্য কিছু উপহার কিনে তাকে বলতে "ভালোবাসি অবনী।" অবনী শাড়ি পড়তে খুবই ভালোবাসতো। বিয়ের পর তারা সপ্তাহে একদিন শাড়ি-পাঞ্জাবি পরে রিকশা দিয়ে ঘুরতো, ফুচকা খেতো। ইশান তাকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতো। কি সুন্দর ছিলো সময়গুলো, ঠিক স্বপ্নের মতো। বাসায় ফেরার পথে অবনীর পছন্দের বেলীফুলের মালা নিতে ভুললো না ইশান।

অপেক্ষা করতে করতে একটা সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লো সে। ভেবে নিলো হয়তো আজও ফিরবে না অবনী। পরমুহূর্তেই কলিংবেল বেজে উঠলো। দরজা খুলতেই অবনী তাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো। মুহূর্তেই যেনো ধূলিসাৎ হয়ে গেলো এতদিনের জমে থাকা অভিমান। আর ইশান চোখ বুজেই বলতে লাগলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্মৃতি"

"ওই দেহ-পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেনো কত শত পূর্বজনমের স্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে,
জন্ম-জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।"

আবৃত্তি শেষে এক গভীর নিস্তব্ধতা, নিবিড় আলিঙ্গনের মুহূর্তে ইশান বললো "চলো ভালোবেসে হারিয়ে যাই হাতে হাত রেখে, নতুন পৃথিবীর খোঁজে॥

আলোচিত সংবাদ

৯ প্রকল্প অনুমোদন : পাইপলাইনের ঋণ দ্রুত ছাড়ানোর নির্দেশ

উন্নয়ন সহযোগীরা যে ঋণ দিচ্ছে, তা সঠিক সময়ে নিতে হবে বা ব্যবহার করতে হবে। দীর্ঘদিন যাতে পাইপলাইনে পড়ে না থাকে। এ ছাড়া চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় তিনি এই নির্দেশ দেন।

রাজধানীর শেরেবাংলানগরে এনইসি সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী। সভা শেষে পরিকল্পনা বিভাগের সিনিয়র সচিব সত্যজিত কর্মকার প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া নানা নির্দেশনা তুলে ধরেন।

সভায় তিন হাজার ৩৫৪ কোটি টাকার ৯টি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে বলে জানান তিনি। একনেকে ১০টি প্রকল্প উত্থাপিত হলেও চট্টগ্রাম ওয়াসার 'চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন (প্রথম পর্যায়)' প্রকল্পটির প্রথম সংশোধনী অনুমোদন হয়নি।

এ ছাড়া সময় বৃদ্ধির একটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

ড. ইউনূসের বিচারে স্বচ্ছতা নিশ্চিতের আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে উঠে এলো নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিচার ও আপিল প্রক্রিয়া প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন মিলার।

মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে মিলার এই আহ্বান জানান।

প্রেস ব্রিফিংয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রসঙ্গে করা প্রশ্ন করা হয় যে, সোমবার (১২ ফেব্রুয়ারি) গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে ২০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তির একটি দল নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের অফিস দখল করার চেষ্টা করে।

আপনি জানেন, বাংলাদেশে বর্তমান সরকার একতরফাভাবে সংসদ, বিচার বিভাগ, গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। এখন গ্রামীণের মতো সংস্থাকেও নিয়ন্ত্রণে নিল। এই পরিস্থিতিতে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী?

জবাবে তিনি বলেন, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে দায়ের করা একাধিক ফৌজদারি মামলার বিষয়ে আমি বলব- আমরা লক্ষ্য করেছি শ্রম মামলাটি অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে বিচারকাজ চালানো হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আরও মামলার চার্জশিট অনুমোদন করেছে, যা বিশ্বজুড়ে ব্যাপক নিন্দার ঝড় তুলেছে।

ম্যাথিউ মিলার বলেন, ড. ইউনূসকে হয়রানির জন্য শ্রম আইনের অপব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। এতে বাংলাদেশে আইনের শাসন নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। ব্যাহত হতে পারে বিদেশি বিনিয়োগ।

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলার বিচার ও আপিলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান মিলার।

প্রথম নারী সচিব পেল দুদক

দুদকের ইতিহাসে প্রথম নারী সচিব হলেন খোরশেদা ইয়াসমীন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত অতিরিক্ত সচিব খোরশেদা ইয়াসমীনকে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। আলাদা প্রজ্ঞাপনে দুদক মো. মাহবুব হোসেনকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে বদলি করা হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, দুদকের সচিব মাহবুব হোসেনকে বদলি করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে পদায়ন করা হলো। আর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত অতিরিক্ত সচিব খোরশেদা ইয়াসমীন সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে দুদক সচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২০২১ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে দুদক সচিব হিসেবে দায়িত্ব পান মাহবুব হোসেন। সেসময় তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর প্রকল্প পরিচালক ছিলেন। এদিকে খোরশেদা ইয়াসমীন ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বরে যুগ্মসচিব থেকে পদোন্নতি পেয়ে অতিরিক্ত সচিব হন। বর্তমানে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন।

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মঈন খানের বৈঠক

ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। সোমবার ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে দু'জনের মধ্যে সোয়া এক ঘণ্টার বেশি বৈঠক হয়।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে বৈঠকের আলোচনার বিষয় নিশ্চিত না করলেও একটি সূত্র জানিয়েছে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছাড়াও শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালনে বাঁধা, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ কারাবন্দি দলটির শীর্ষ নেতাদের জামিনে বিলম্ব, সারাদেশে বিরোধী দলের নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

এদিকে মার্কিন দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে বৈঠক পরবর্তী দু'জনের হাস্যোজ্জ্বল ছবি ও একটি বার্তা পোস্ট করা হয়েছে। এতে লেখা -ঢাকা দূতাবাস গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা, সহনশীলতা, সুশাসন এবং মানবাধিকার প্রচারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গণতন্ত্র তখনই বিকশিত হয় যখন সবার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ড. আব্দুল মঈন খানের সঙ্গে দেখা করে আমি (পিটার হাস) আনন্দিত।

মিয়ানমার ইস্যুতে একসঙ্গে কাজ করবে বাংলাদেশ-ভারত: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

মিয়ানমার ইস্যুতে বাংলাদেশ ও ভারত একসঙ্গে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। দিল্লি সফর শেষে সোমবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি।

মিয়ানমার ইস্যুতে বাংলাদেশ-ভারত কীভাবে একসঙ্গে কাজ করবে এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, আমরা তাদের সঙ্গে বর্ডার শেয়ার করি। সুতরাং মিয়ানমারে যদি কোনো পরিস্থিতির উদ্বেগ ঘটে তাহলে সেটি আমাদের দেশকে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা উদ্বিগ্ন করে তাদেরও উদ্বিগ্ন করে। সুতরাং দুই দেশেরই যেহেতু উদ্বেগ প্রতিবেশিকে নিয়ে, তাই আমরা একসঙ্গে কাজ করার অনেক বিষয় রয়েছে। সেজন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করবো বলে আলোচনা করেছি। বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে আমরা ভারতের সহযোগিতা সবসময় চেয়েছি এবারও চেয়েছি।

মিয়ানমার ইস্যুতে ভারত সফরে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মিয়ানমারে এখন যে সংঘাত চলছে সেই সংঘাতের কারণে আমাদের অঞ্চলে যে সংকট তৈরি হয়েছে সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। বিশেষ করে মিয়ানমার থেকে যেসব রোহিঙ্গাকে বিতাড়িত করা হয়েছে তাদের নাগরিক অধিকার দিয়ে সেখানে ফেরত নেওয়ার বিষয়ে ভারতের সহায়তা কামনা করেছি।

আশ্রয় নেওয়া বিজিপিসহ ৩৩০ সদস্যকে হস্তান্তর ১৫ ফেব্রুয়ারি

মিয়ানমারের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় জান্তা বাহিনীর সঙ্গে জাতিগত বিদ্রোহীদের চলমান সংঘর্ষে জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে বিজিপিসহ ৩৩০ জন। তাদের ১৫ ফেব্রুয়ারি মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

বুধবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টায় কক্সবাজার ইনানীর নৌবাহিনী জেটিঘাটে তাদের হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছেন বিজিবির এ কর্মকর্তা। এর আগে, মিয়ানমারের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় জান্তা বাহিনীর সঙ্গে জাতিগত বিদ্রোহীদের চলমান সংঘর্ষে জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে বিজিপিসহ ৩৩০ জন।

তথ্যসূত্র: প্রতিদিনের সংবাদ, আমার সংবাদ পত্রিকা, সমকাল

আপনজন হারানোর বেদনা

সিস্টার মেরী ফাল্গুনী এসএমআরএ

"জন্মিলে মরিতে হবে" কথাটি চিরন্তন সত্য হয়েই চলমান ধারায় অতিবাহিত হচ্ছে। কেউ দীর্ঘদিন, কেউ অতি অল্প কেউবা জন্মের পরই মৃত্যুবরণ করে থাকে। সকল সত্যের সত্য হল সবাইকে মরতে হবেই হবে। জন্ম মৃত্যুর বিধান সৃষ্টিকর্তারই হাতে। জন্ম মৃত্যু মানব জীবনের দুটি বাস্তবতা। দুটিই প্রবেশদ্বার। জন্মের মধ্য দিয়ে মানুষ পৃথিবীতে আসে। আবার মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবী থেকে চলে যায়। মানুষ মাত্রই সসীম। তাই কে কখন কীভাবে মৃত্যুবরণ করবে কারও জানা নেই। আমরা বিশ্বাস করি মৃত্যুই জীবনের শেষ নয় । কাছের মানুষ হারানোর কষ্ট কত গভীর। মানুষ কতদিন প্রিয়জনদের জন্য কাঁদে? এক সপ্তাহ? এক মাস? এক বছর? বছর পার হতে হতে মানুষের জীবনে শোকের ছায়া একটু একটু কমতে থাকে। তেমনি একটি ছোট শিশুর কান্না এবং প্রিয়জনের হারানোর বেদনা সহভাগিতা করতে চাই। বাবা মারা যাবার দুই বছর পর শিশুটি বাবাকে খোঁজে এবং না পেয়ে কান্নাকাটি করে। ছোট শিশুর নাম নির্ঝর। তারা দুই ভাই। মা ঢাকায় চাকরী করেন এবং দুই ছেলে মায়ের সাথেই থাকে। বাবা গ্রামের বাড়ীতে থাকেন এবং কৃষি কাজ করে সংসার চালায়। পরিবারটি ভালোই চলছে। ছুটিতে তাঁর দুই ছেলে এবং স্ত্রী বাড়ীতে যেত এবং দুই ছেলেকে নিয়ে বাবা অনেক আনন্দ করত। সকাল হলে ছোট ছেলে নিরর্ঝরকে সাইকেলে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। আর নির্ঝরও অনেক আনন্দ পেত বাবার ভালবাসা, আদর এবং তাকে খুব কাছে পেয়ে। নির্ঝর তখনো বয়সে অনেক ছোট ছিল তাই তেমন কোনকিছুই বুঝেনি। ছুটি শেষ হলে আবার তারা ঢাকায় চলে যেত। এদিকে বাবা বাড়ীতে অনেক পরিশ্রম করত দুই ছেলের কথা চিন্তা করে। এভাবে প্রতিনিয়তই সুখে শান্তিতে দিন কাটে। একদিন হঠাৎ নির্ঝরের বাবা স্ট্রোক করে মারা যায়। এই খবর শুনে স্ত্রী ও বড় ছেলে অবাক হয়ে কিছুই বুঝতে এবং করতে পারছেনা। এরকম পরিস্থির জন্য কেউ প্রস্তুত ছিলনা। বাড়ীতে এসে কি করবে দিশা পাচ্ছেনা। স্ত্রী স্বামীর মৃত দেহের পাশে বসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এদিকে তার ছোট ছেলে নির্ঝর কিছুই বুঝতে পারছেনা বাবার কি হয়েছে। কারণ তার এখনো বোধ হয়নি বাবা যে মারা গেছে। তার বাবাকে কবর দেওয়া হয়েছে। তবুও নির্ঝর কিছুই বুঝেনি বাবার কি হয়েছে? নির্ঝরকে আর কিছুই বলা হলনা। বাবা মারা যাবার দুই বছর পর নির্ঝর স্কুলে যায়। আর মা ছেলেকে মানুষ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে। ছেলেও হাসি আনন্দে স্কুলে যায়, বয়সে বুদ্ধিতে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

একদিন নির্ঝরের স্কুলে বাবা দিবস পালন করা হয়। বলা হয় সবাই যেন সবার বাবাকে নিয়ে আসে বাবা দিবসে। আর বাবা দিবসে সকলের বাবাকে শুভেচ্ছা জানানো হবে। স্কুলে সবাই সবার বাবাকে নিয়ে আসে। একমাত্র নির্ঝর তার বাবাকে নিয়ে যায়নি। কারণ সে জানেনা তার বাবা কোথায়। নির্ঝর স্কুলে যায়। স্কুলে গিয়ে দেখে সবাই বাবাদেরকে নিয়ে অনেক আনন্দ করছে। নির্ঝর ভাবছে সবার বাবা এসেছে কিন্তু আমার বাবা এখনো আসছেনা কেন? কেন এত দেরী করছে? অপেক্ষা করতে থাকে নির্ঝর। যখন দেখছে যে তার বাবা আসছেনা তখন নির্ঝর চিৎকার করে কন্না করে। বাবা মারা যাওয়ার পর এই প্রথমবার নির্ঝর বাবাকে খোঁজে। বাবা বাবা বলে কাঁদতে থাকে। ছোট নির্ঝর অঝোরে কাঁদতে থাকে বাবার জন্য। কে জানে বাবা কোথায় আছে? অনেক কান্না করে শরীর একদম ঘেমে গেছে নির্ঝরের। সারা শরীর কাঁপতে কাঁপতে এবং কান্না করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। স্কুলের শিক্ষকগণ নির্ঝরকে সিক রুমে নিয়ে গিয়ে তার মাকে খবর দেয়। মা পাগল হয়ে ছেলের কাছে ছুটে যায়। স্কুলে গিয়ে দেখে ছেলে অজ্ঞান হয়ে আছে। ছেলের সব ঘটনা জানার পর নির্ঝরের মাও কান্না করেন এবং জ্ঞান হারানো ছেলেকে কোলে নিয়ে হাসপাতালে যায়।

ছোট নির্ঝর সেই ঘটনার পর জানতে পারে যে তার বাবা নেই। বাবা না ফেরার দেশে চলে গেছেন। বাবাকে আর ফিরে পাবে না। এতে নির্ঝর অনেক কষ্ট পায়। বাবার চলে যাওয়ার ব্যথা বেদনা, শোক নিয়ে নির্ঝর বড় হতে থাকে এবং ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। আমরা নির্ঝরের বাবার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং ঈশ্বর যেন নির্ঝরের বাবাকে অনন্ত শান্তি দান করেন। এই প্রার্থনাই করি॥

গর্বিত মোরা

সঞ্জয় রাংসা

স্বাধীন দেশে গর্বিত মোরা
শহীদ ভাই-বোনের জন্য,
আজকের এই মহান দিনে
তারাই হবে গণ্য।
শপথ করে বলেছিল তারা
হারাতে আমরা নয় রাজি ,
এ দেশকে রক্ষা করতে
রাখব জীবন বাজি।
রক্ত যদি দিতে হয়
এ দেশের জন্য,
তবুও মোরা এগিয়ে যাব
এ মাতৃভাষার জন্য।
এ জন্য পালন করি
একুশে ফেব্রুয়ারি,
আমরা যেন তাদের
আজীবন স্মরণ করি॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

বিশ্বাসের প্রভাবক হতে ১০০জন আফ্রিকান যুবক প্রশিক্ষণ নিচ্ছে

আফ্রিকার জনসংখ্যা বিশেষত কাথলিক জনসংখ্যা যার অধিকাংশ যুবক তাদের ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে আফ্রিকা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত একটি মহাদেশ। তাদের সমাজ রূপান্তরের নিয়ামক হওয়ার জন্য এই যুবকদেরকে সর্বক্ষেত্রে কঠিন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যুবকেরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ডিজিটাল প্লাটফর্মে 'মিশনারী প্রভাবক' হতে পারে। এ কথাগুলো বলেছেন, যুব আফ্রিকানদের বিশ্বাস প্রভাবক হয়ে ওঠার জন্য ৬ মাসের অনলাইন প্রশিক্ষণের উদ্যোক্তা ফাদার স্ট্যান চু ইলো। প্রশিক্ষণের ১ম সেমিস্টার ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত। যেখানে ১০২ জন যুবক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের তত্ত্বাবধানে বিভক্ত হয়ে ৭টি মডিউল সমাপ্ত করবে। প্রশিক্ষণ শেষে যুবকদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

সফল শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ মডারেটর সিস্টার যোসেফাইন বেথার বাখিতা জোর দিয়ে বলেন, ওয়েবিনারটি সফল শেখার অভিজ্ঞতার ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশেই করা হচ্ছে। আমরা এখানে তরুণদের ক্ষমতায়ন করতে, বিশ্বাস-আশা-ভালোবাসার বার্তা ছড়িয়ে দিতে ডিজিটাল প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগাতে এসেছি। কেনিয়ান এই সিস্টার বলতে থাকেন, একসাথে আমরা পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের জীবন পরিবর্তন করতে পারি। ৭টি প্রশিক্ষণ মডিউল যে বিষয়গুলো তুলে ধরে সেগুলো হলো- আফ্রিকান প্যাভেলার এবং সিনোডাল প্রক্রিয়াগুলোর তত্ত্ব এবং সেগুলোর প্রয়োগ; ডিজিটাল প্রভাবক হয়ে ওঠার পদ্ধতি ও দক্ষতা; কাথলিক সামাজিক মতবাদের নীতি ও অনুশীলন; অন্যদের সেবায় রূপান্তরকারী নেতৃত্ব; পেশাদার ও ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা; শিষ্যত্ব, ঈশ্বরের পরিবার হিসেবে মণ্ডলী এবং বিশ্বাসের ডিজিটাল প্রভাবক প্রকল্পের বাস্তব প্রয়োগ। বেশ কয়েকজন সহায়ক ব্যক্তি উদ্বোধনী দিনে বক্তব্য রাখেন। ভাটিকানের যোগাযোগ দপ্তরের প্রধান ড. পাউলো রুফিনি যুবক ও তাদের সহায়কদের একসাথে দেখে তার আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, আমরা আশা করি এই সহভাগিতামূলক যাত্রায় তোমরা তোমাদের আহ্বান, আধ্যাত্মিক ও পেশাদার পরিচয়ের মূল শিকড় আবিষ্কার করতে পারবে এবং খ্রিস্টান হিসেবে তুমি বিশ্বাসের যে উপহার পেয়েছ তা তোমার দক্ষতা ও প্রতিভা দিয়ে যোগাযোগের নতুন উপায় খুঁজে পেতে পারবে। তোমরা যারা এই ডিজিটাল যুগে জন্মগ্রহণ করেছ এবং তাতে সক্রিয় আছো; তোমরাই নতুন ও সৃজনশীল উপায়ে এই ডিজিটাল বিশ্বকে রূপান্তরিত করবে তা আমাদের স্বপ্ন। এটি নতুন কোন মহাদেশকে উপনিবেশিকতায় আনা নয় কিন্তু পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়ে সাক্ষ্যদান করে নতুন ধারায় মণ্ডলী হয়ে ওঠা, যেখানে বিভক্তি নয় একতার অন্বেষায় যোগাযোগ হবে।

ইন্টারনেটে পুরোপুরিভাবে উপস্থিত থাকো: ড. রুফিনি পুণ্যপিতা পোপ ৬ষ্ঠ পল ও পোপ ফ্রান্সিসের কথা উল্লেখ করে জোর দিয়ে বলেন, মণ্ডলী বেশ আগে থেকেই চিন্তা করা শুরু করেছে কিভাবে বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় মঙ্গণবাণী ঘোষণা করা যায়। ইন্টারনেট আসার আগেই মণ্ডলী একটি জাল বা নেটওয়ার্কের মধ্যে আছে। কিন্তু বর্তমানের একটি চ্যালেঞ্জ হলো পুরোপুরিভাবে ইন্টারনেটে থাকা যেখানে মানুষ বাস করে এবং সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপন করে। ডিজিটাল জগৎ হলো এমনি পরিস্থিতি যেখানে আমরা বাস ও সাক্ষাৎ করি। বিশ্বাসীয় যোগাযোগ শুধুমাত্র তথ্যদান করা নয়। এটি বন্ধুত্বের এমন একটি ক্রিয়া যা আমাকে আমরাতে নিয়ে যায়; একটি সংযোগ যার মাধ্যমে আমরা মণ্ডলীর নেটওয়ার্কের সাথে আমাদের সম্পর্ককে অনুভব ও গভীর করি। পরিবার থেকেই যোগাযোগের বন্ধন বোনা হয় এবং আমন্ত্রণ জানানো হয় যেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সমাজ থেকে মানব সমাজ আমরা গড়ে তুলি।

প্রথমে যিশু ও তাঁর মঙ্গলবাণীতে প্রভাবিত হও: পরবর্তী ৬ মাসে তোমরা পারস্পরিক শিখনের অনেক সুযোগ পাবে এবং অনেক দক্ষ ব্যক্তিদের কাছ থেকে মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা ও ডিজিটাল যোগাযোগ বিষয়ে পরামর্শসহ জীবনাভিজ্ঞতা শুনবে। সকলেই প্রভাবিত হতে পারে ও প্রভাবিত করতে পারে। যে কোনো প্রভাবক যিনি বিশ্বাসের যোগাযোগকারী, খাঁটি এবং যারা অন্যদের মন্দের দিকে নিয়ে যায় তাদের থেকে পৃথক হতে চায় তাকে প্রথমে যিশু ও তাঁর মঙ্গলবাণী দ্বারা প্রভাবিত হতে হবে। 'কারা ডিজিটাল মিশনারী' এ প্রশ্নের উত্তরে ড. রুফিনি 'মঙ্গলবার্তার আনন্দ' প্রেরিতিক পত্রের উদ্বৃতি উল্লেখ করে বলেন, প্রত্যেক দীক্ষিত ব্যক্তিই মিশনারী-শিষ্য হতে পারে। যাতে করে সকলে মিলে ডিজিটাল পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর এবং আরো মানবিক স্থানে পরিণত করতে অবদান রাখতে পারে।

সামাজিক নেটওয়ার্কে উত্তম মিশনারী হও: যোগাযোগ দপ্তরের সেক্রেটারী মন্সিনিয়র বলেন, এই বিশ্বাস প্রভাবক কোর্সটি সাধারণ একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের চেয়ে অনেক বেশি ব্যতিক্রমধর্মী কেননা এখানে অংশগ্রহণকারীরা ঈশ্বরের কোমলতা ও মঙ্গলময়তা বর্তমান সংস্কৃতিতে কিভাবে বলতে হয় তা জানবে। তারা শুধু বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহারই শিখবে না কিন্তু সংস্কৃতিকে জানবে যেখানে নিমজ্জিত আছে। যন্ত্রপাতি দরকারী কিন্তু সংস্কৃতিতে বেঁচে থাকি; যন্ত্রপাতি নিজের জন্য কিন্তু সংস্কৃতি সকলের; যন্ত্রপাতি বিশেষজ্ঞদের জন্য কিন্তু সংস্কৃতি সকলকে নিয়েই। মিশনারী হিসেবে যিশুকে জানতে এবং ডিজিটাল মিডিয়ার তাঁর বাণী উত্থাপন করতে আমরা আহ্বান পেয়েছি। যারা অস্তিত্বের অর্থ খুঁজছে এবং যিশুর সাক্ষাৎ পেতে চায় তাদেরকে সহায়তা করতে যুবকদেরকে সাহস ও সৃজনশীলতা নিয়ে নিজেদের সময়, বুদ্ধিমত্তা ও ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে আসতে বলেছেন মন্সিনিয়র রুইজ। ডিজিটাল মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে, বার্তা ও পোস্ট প্রদানে আমরা 'এসো, দেখে যাও' প্রায়ই রাখতে পারি। এভাবে একজন যুবকের ব্যক্তিগত জীবনের বৃদ্ধি হবে। আসলে একজন বিশ্বাস প্রভাবক হলেন সে ব্যক্তি যে যিশুর মতো অন্যের হৃদয়কে স্পর্শ করেন।

আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর জন্য আপনার ভালোবাসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

- পোপ মহোদয়ের প্রতি তুরস্কের বিশপগণ

তুরস্কের বিশপদের আদলিমিনার শেষদিনে তুরস্কের বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ মার্টিন কেমেটেক বলেন, আমরা পুণ্যপিতার সাথে আমাদের সমস্যা ও আশার কথা সহভাগিতা করেছি। ইস্তাম্বুলের গির্জা আক্রমণের পর থেকে খ্রিস্টভক্তগণ ভীত, কিন্তু এ সহিংসতার এ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসা জরুরী।

৯ ফেব্রুয়ারি আদলিমিনার শুরুর দিনই আর্চবিশপ মার্টিন পোপ মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান তুরস্কের মণ্ডলীর প্রতি সযত্ন ভালোবাসার জন্য। পোপ মহোদয় সবসময়ই মনোযোগ দেন স্থানীয় মণ্ডলীগুলোর প্রতি। ভাটিকানের বিভিন্ন কুরিয়ার প্রধানদের সাথেও সাক্ষাৎ ঘটে তুরস্কের বিশপদের। নির্যাতন থাকা সত্ত্বেও অতীব সংখ্যালঘু খ্রিস্টান জনগণ সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর সঙ্গে গভীর সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছে সাহস ও আশা নিয়ে।

ভাটিকান রেডিও'র ৯৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে 'ভাটিকান রেডিও' যা পোপের রেডিও নামে পরিচিত তার প্রতিষ্ঠা দিবস। পোপ একাদশ পিউস ভাটিকান রেডিও উদ্বোধন করে বলেন, 'শোন, হে দ্বীপমালা ও দূরের মানুষেরা'। অতীব বিস্তৃত যোগাযোগ মাধ্যম রেডিও'র এটিই ছিল প্রথম বার্তা। উইলিয়াম মার্কিনীর উদ্ভাবিত এই মাধ্যম ব্যবহার করেই পোপগণ ঐশবাণী ঘোষণা ও ধর্মশিক্ষা দিয়ে চলেছেন যুগ যুগ ধরে। ভাটিকান রেডিও পোপের কণ্ঠস্বর হয়ে কাজ করে চলেছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেডিও'র প্রভাব যথেষ্ট বিধায় জাতিসংঘের ইউনেস্কো ১৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব বেতার দিবস প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে রেডিও তরঙ্গ থেকে ওয়েবে চলে এসেছে॥

- তথ্যসূত্র : news.va

বেদীসেবক ও ক্যাসাক (শুভ্র পোশাক) প্রদান অনুষ্ঠান পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী

জের্ভাস গাব্রিয়েল মূর্মু ▯ গত ০৯ হতে ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ 'পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে' **বেদীসেবক ও ক্যাসাক প্রদান অনুষ্ঠান হয়**। ০৯ ফেব্রুয়ারি রোজ শুক্রবার বিকেল ৪:৩০ মিনিটে পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী'র গেট থেকে বেদীসেবক প্রার্থী ও পিতামাতাদের কীর্তন সহযোগে নতুন পবিত্র আত্মা ভবনের সামনে আনা হয়। ফাদার পল গমেজ, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী'র পরিচালক, ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা, সহকারী পরিচালক, ফাদার আন্তনী হাঁসদাক, শিক্ষা পরিচালক, ফাদার স্ট্যানলী কস্তা, আধ্যাত্মিক পরিচালক, ফাদার ফ্রান্সিস মূর্মু, ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ এবং অন্যান্য ফাদারগণ, সিস্টারগণ, অভিভাবকগণ, আত্মীয়স্বজনদের উপস্থিতিতে বেদীসেবক প্রার্থী অভিভাবকদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ বিনিময় এবং ফুলদিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। শেষে ফাদার ফ্রান্সিস মূর্মু ও অভিভাবকদের উদ্দেশে বিশেষ প্রার্থনার মধ্যদিয়ে শোভাযাত্রা এবং আরাধনা আরাম্ভ হয়।

খ্রিস্টযাগে ফাদারগণ, সিস্টারগণ এবং বেদীসেবক প্রার্থীর অভিভাবকগণ, আত্মীয়স্বজন ও খ্রিস্টভক্তগণ প্রায় ২৫০ জনের মতো উপস্থিত ছিলেন। পৌরহিত্য করেন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ। তিনি তার উপদেশ বাণীতে 'বাইবেলের আলোকে ও বেদীসেবক প্রার্থীদের উদ্দেশে' দায়িত্ব নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, "আমরা সবাই পাপী মানুষ; পাপী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দিকে থেকে ঈশ্বরের মনোনীত জন; ঈশ্বর আমাদেরকে মনোনীত করে বিভিন্ন কাজের জন্য। বিশেষ করে ঈশ্বরের ক্রিয়াকর্মে, পবিত্র কাজের জন্য, যাজকদের সেবার জন্য ও বেদীতে সাহায্য করা। এমনকি খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণ সাহায্য করা। এই পবিত্র কাজের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকার সুযোগ হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান: সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নৃত্যের মধ্যদিয়ে বিশপ, ফাদারগণ ও শুভ্রপোষাক লাভকারীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু, তিনি বলেন, "সাতজন ভাই ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে তারা যাজক হওয়ার জন্য ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আরোও বলেন, তোমরা সকল জাতির মধ্যে যিশুকে প্রচার করবে তোমাদের জীবনাচরণের মধ্যদিয়ে। তোমাদের জীবনাচরণ যেন হয়ে উঠে যিশুময় জীবন। এই জন্য আমাদের আরোও ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার প্রয়োজন; যিশুর মহিমা প্রকাশ করার জন্য। মাদার তেরেজা বলেন, "শান্তি বার্তা বয়ে আনতে হবে"।

তারপর বেদীসেবক ও ক্যাসাক লাভকারী'র পৌলিনুস মূর্মু'র বাবা তাঁর ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। শেষে ফাদার পল গমেজ বলেন, "আজ মণ্ডলীতে খুশির দিন। এই সাতজন ভাইকে কেন্দ্র করে। তারা শুভ্রপোষাক পড়ার ফলে ঈশ্বরের আহ্বান বা যাজক হওয়ার বাসনার জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "তোমরা যাজকদের সাথে থেকে অভিজ্ঞতা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে।" শেষে সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু, শেষ আশীর্বাদের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানটি সমাপ্তি হয়॥

মুক্তিদাতা হাই স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

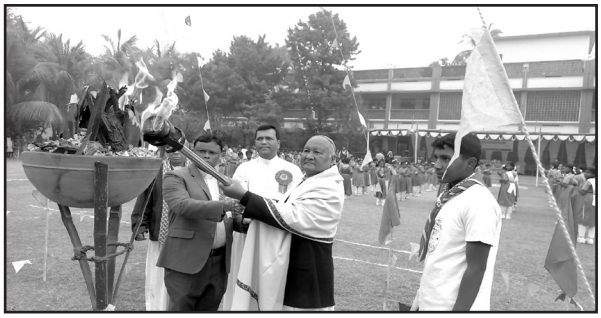

ব্রাদার রঞ্জন লূক পিউরীফিকেশন ▯ বিগত ৩১ জানুয়ারি রোজ বুধবার মুক্তিদাতা হাইস্কুল, বাগানপাড়া, রাজশাহী-এর আয়োজনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও ডিডি মহোদয়, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী ও মন্সিনিয়র মার্সেল তপ্ন এবং সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন লূক পিউরিফিকেশন সিএসসি। অতিথিদের আসন গ্রহণ ও উদ্বোধনী নৃত্যের দ্বারা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ করা হয় এবং সকল অতিথি, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকদেরকে ফুলের তোড়া, ব্যাজ ও উত্তরিও প্রদান করে বরণ করে নেওয়া হয়। প্রধান অতিথি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪ উদ্বোধন করে বলেন যে, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই গুরুত্ব বহন করে। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনেক শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশ ঘটবে। হার-জিত

জীবনের একটি অংশ, এটা জীবনে থাকবেই। সুতরাং সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দরকার শুধু একটি পদক্ষেপ। বিশেষ অতিথিসহ প্রধান শিক্ষক মহোদয়ও শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য উৎসাহিত করেন, তিনি বলেন আমরা কেউ হেরে যাই না, আমরা জিতি নতুবা শিখি। যে কোন ক্ষেত্রেই আমরা শিখতে পারি। আজকের হেরে যাওয়া থেকেই আগামী দিনের জিতে ফিরে আসার শুভ সূচনা হতে পারে। দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত, আসন গ্রহণ, উদ্বোধন অনুষ্ঠান, প্রদীপ প্রজ্বলন, মশাল প্রজ্বলন, শান্তির প্রতীক হিসাবে পায়রা উড়ানো, শিক্ষার্থীদের মার্চ প্রদর্শনী, বিভিন্ন শ্রেণীর ডিসপ্লে, দল অনুসারে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রদর্শন, যেমন খুশী তেমন সাজো, শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী, উপহার প্রদান ও জলযোগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

লক্ষ্মীবাজার সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গালর্স স্কুল এণ্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

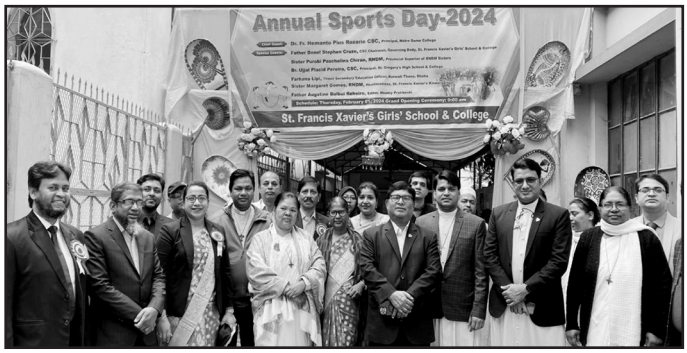

রিন্টু গমেজ ▯ গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, ঢাকার লক্ষ্মীবাজার সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গালর্স স্কুল এণ্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতার শুরুতেই ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও কুজকাওয়াজ। প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও সিএসসি এবং সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি ফাদার ডনেল স্টিফেন ক্রুশ সিএসসি, এছাড়াও বিশেষ অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু, সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল এণ্ড কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসি, কোতোয়ালী থানার শিক্ষা অফিসার ফারহানা লিপী এবং সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার কিন্ডার গার্টেন এর প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার মাগ্রেট গমেজ আরএনডিএম।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে অধ্যক্ষ সিস্টার নীলু মৃ, আরএনডিএম শিক্ষার্থীদের বেশি করে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন। এছাড়াও প্রধান অতিথী সকল শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার পাশাপাশি মানসিক ও শারীরিক বিকাশে খেলাধুলা করতে বলেন। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিশেষ আকর্ষণ ছিল গালর্স গাইড, হলদে পাখি ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় ড্রিল ডান্স। পরবর্তিতে শ্রেণি ও গ্রুপ ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এতে প্রতিযোগিরা দৌড়, পালকিতে বউ নিয়ে দৌড়, চাকতি নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ, মোরগ লড়াই, অংক কষা, যেমন খুশি তেমন সাজ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার প্রদান করেন প্রধান অতিথীসহ অন্যান্য অতিথীবৃন্দ। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় দিনব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানটি ছিল সত্যিই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। উক্ত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রায় ১২০০ শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল॥

বৃত্তি নিয়ে জাপানে পড়াশোনা ও চাকুরীর সুযোগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

জাপানে পড়াশোনা, পার্ট-টাইম জব ও স্থায়ীভাবে বসবাসের অপূর্ব সুযোগ এসেছে।

- গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমী সমগ্র বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায় হতে বছরে অন্তত ৫০ জন খ্রিস্টান শিক্ষার্থীকে জাপানে পড়াশোনা, উচ্চ বেতনে চাকুরী ও স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ করে দেবার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।
- এই লক্ষ্যে গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমী ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক জাপানে যেতে ইচ্ছুক প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে প্রথম বছর ১০০% স্কলারশিপ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
- জাপানের জন্য যারা আবেদন করতে পারবেন: HSC / Diploma / Bachelor / Master's ডিগ্রিধারী
- বয়স: ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

জাপানের এই সুযোগটি গ্রহণ ও আবেদনের চূড়ান্ত সময়সীমা: : ৩১ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

- এছাড়াও ৩১ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যারা Canada/Australia/USA/UK/Europe ও South Korea-তে Study Visa নিয়ে যেতে চান, তাদের জন্য আমাদের সার্ভিস চার্জ এর ৫০% Discount দেওয়া হবে।

Visit Visa: আমরা অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে Canada,Australia, USA, UK, Japan ও ইউরোপের সেনজেন ভুক্ত দেশ সমূহের ভিজিট ভিসা প্রসেস করছি (No Visa, No Payment চুক্তি ভিত্তিতেও আমরা কাজ করি)।

Work Permit Visa: ইটালি, মাল্টা, পোল্যান্ড,চেক প্রজাতন্ত্র, ক্রোয়েশিয়া, লিথুনিয়াসহ আরো বেশ কয়েকটি সেনজেন ভুক্ত দেশের Work Permit ভিসা প্রসেসিং করা হয়।

আমরা Student Visa ও Visit Visa-র জন্য Financial Sponsorship ও Bank Support-র বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।

বি. দ্র.: বর্তমানে স্বপরিবারে Canada-Australia ও USA যাবার সুবর্ণ সুযোগ চলছে।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E,
Block-J, Baridhara, Dhaka-1212

+88 01894-767125
+88 01911-052103

globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/৩৯/২৪

ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

১০৫/৯/এ, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
রেজিঃ নং- ৪১২, তারিখঃ ২০/০৫/২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২৪ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১১/০২/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৯/০১/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী **২০/০৪/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ,** রোজ শনিবার, গ্র্যান্ড মহল রেস্টুরেন্ট থাই চাইনিজ এ্যান্ড পার্টি সেন্টার, ১০৪ আওলাদ হোসেন মার্কেট, উত্তরা ব্যাংক গলি, তেজগাঁও, ঢাকায় সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ইউনিয়নের **বিশেষ সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন** অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ১৮ ধারার ৩ উপধারা অনুযায়ী ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনা কমিটির ০১ (এক) জন চেয়ারম্যান, ০১ (এক) জন ভাইস-চেয়ারম্যান, ০১ (এক) জন সেক্রেটারি, ০১ (এক) জন ম্যানেজার, ০১ (এক) জন ট্রেজারার এবং ০৭ (সাত) জন ডিরেক্টর ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করার জন্য সকল সদস্য-সদস্যাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: উক্ত নির্বাচনের জন্য প্রণীত খসড়া ভোটার তালিকা এতদসঙ্গে প্রকাশ করা হলো। অত্র খসড়া ভোটার তালিকার বিষয়ে কারও কোন প্রকার আপত্তি থাকলে তা প্রকাশের তারিখ হতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। অন্যথায় অত্র খসড়া ভোটার তালিকা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

লরেন্স রোজারিও
চেয়ারম্যান
ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

লিন্টাস রক রোজারিও
সেক্রেটারি
ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

অনুলিপি: (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো)

০১। সকল সদস্য-সদস্যাগণ, ঢাকা শরহস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ;
০২। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা;
০৩। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ঢাকা;
০৪। ক্রেডিট ইউনিয়েনের নোটিশ বোর্ড;
০৫। রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগ ১১/০২/২০২৪ খ্রি. তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ;
০৬। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ১৮/০২/২০২৪ খ্রি. তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত।

বিজ্ঞ/৩৮/২৪

মৃত্যুবার্ষিকী

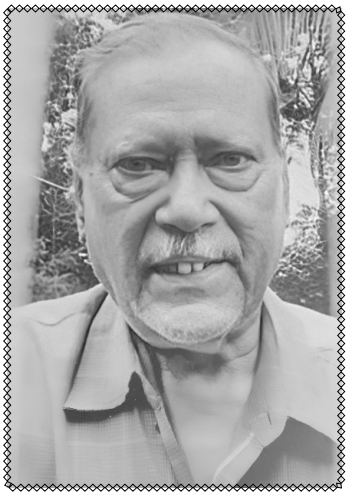

প্রয়াত দানিয়েল গমেজ
মৃত্যু : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

**"মরণের পরে যেন তোমাদের কাছে যাই,
আমরা সবাই একদিন যেন স্বর্গেতে স্থান পাই
সেথায় হবে তোমাদের সাথে মহামিলন।"**

প্রিয় বাবা ও মা, আমরা পাঁচ বোন ছিলাম তোমাদের বড়ই আদরের সন্তান। সর্বদা কাছে পাবার জন্য আমাদের কাছাকাছি গ্রামে বিয়ে দিয়েছ। তাই আমরা সুযোগ পেলেই তোমাদের কাছে ছুটে যেতাম। তোমাদের আদর ভালোবাসাই ছিল আমাদের চলার পথের শক্তি। আমাদের মা বাবা ছিলেন খুবই প্রার্থনাশীল, অমায়িক, মিশুক স্বভাবের ব্যক্তি। বাড়িতে অতিথিদের আপ্যায়নে ছিল খুবই আন্তরিক। বাবা মার অভাব আমাদের বড়ই কষ্ট দেয়। প্রার্থনা করি, প্রভু পরমেশ্বর যেন স্বর্গে অনন্তজীবন দান করেন এবং আমরা যেন তাদের সুন্দর জীবন আদর্শ অনুসরণ, অনুকরণ করে পবিত্র জীবন যাপন করতে পারি। স্বর্গ হতে তোমরা আমাদের আশীর্বাদ করো।

প্রয়াত তেরেজা গমেজ
মৃত্যুঃ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

শোকাহত পরিবার

সুনিতা ও সন্তানেরা
সন্ধ্যা ও স্বামী-সন্তানেরা
শ্যামলী ও স্বামী, সন্তানেরা
দীপ্তি ও স্বামী, সন্তানেরা
ঝর্ণা ও স্বামী সন্তানেরা
দেওতলা, ভূরা বাড়ী, গোল্লা ধর্মপল্লী, ঢাকা।

বিজ্ঞ/৩৭/২৪

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

থিওটোনিয়াস রতন গমেজ
জন্ম: ১৭ জুন, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
বড়গোল্লা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

বাবা, আজ একটি বছর পূর্ণ হল তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো পরম পিতার আশ্রয়ে। তোমার হাসিমাখা মুখ প্রতিনিয়ত আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। তুমি আমাদের এভাবে একা করে নীরবে নিভৃতে চলে গেছো। এক মুহূর্তের জন্যও আমরা তোমাকে ভুলে থাকতে পারছি না। আমরা বিশ্বাস করি তুমি পরম পিতার আশ্রয়ে স্বর্গে অনন্ত সুখে আছো। স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশির্বাদ কর যেন তোমার আদর্শে জীবনে পথ চলতে পারি।

শোকাহত পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/৩৬/২০২৪

বিশেষ ঘোষণা

সুপ্রিয় লেখক-পাঠক বন্ধুগণ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন।
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল লেখক/লেখিকা, পাঠক/পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী-শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ জানাই। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে আপনারা আমাদের পাশে থেকে বিভিন্ন লেখা, বিজ্ঞাপন, পরামর্শ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আপনাদের এই উদার মনোভাবের জন্য খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

২০২৪ খ্রিস্টবর্ষেও আপনাদের একই রকম সাহায্য-সহযোগীতা পাব বলে প্রত্যাশা করি। তাই নতুন বছরকে কেন্দ্র করে আপনাদের সুচিন্তিত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা আজই পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে।
আপনাদের গ্রহক চাঁদা পরিশোধ করে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'কে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সুবর্ণ সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ

আপনি কি এবার ইস্টার পার্বণে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন।

৫০ মিনিটের একটি স্ক্রিপ্ট তৈরী করতে হবে। এতে থাকবে: নাট্যাংশ, নাচ, গান ও বাণী।

নাট্যাংশে থাকবে :
- **প্রভু যিশুর শিক্ষার আলোকে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট**
- **পবিত্র বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে নাটক (যিশুর যাতনাভোগ থেকে মৃত্যু ও পুনরুত্থান পর্যন্ত)**
- **স্ক্রিপ্ট আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি অথবা তার পূর্বে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে।**

বি: দ্র: স্ক্রিপ্ট সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

পরিচালক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০।

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ০৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 06
Regd. No. DA-33
❖ 18 - 24 February, 2024, ৫ - ১১ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

শুলপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালকের পার্বণে সবাইকে আমন্ত্রণ

সুধী,

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৩ মার্চ, রবিবার, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অন্যতম ধর্মপল্লী, শুলপুর ধর্মপল্লীতে প্রতিপালক সাধু যোসেফের পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হবে। পর্বের দিন পৌরহিত্য করবেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। তাই শুলপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু যোসেফের পার্বণে সবাইকে জানাই আমন্ত্রণ।

সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে ১৪ মার্চ থেকে নভেনা প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ চলবে।

পর্বে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ১০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র।

খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য দান ২০০ টাকা মাত্র।

সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় বিয়ের ১৭ বছর পর একজন নারীর ইচ্ছা পূরণ হয়েছে; সে মা হতে পেরেছে। সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় একজন হার্টের সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে আরও একজন খ্রিস্টভক্ত ব্রেন টিউমার থেকে সাধু যোসেফের কাছে প্রার্থনা করে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়েছে। এমনি অনেক প্রার্থনা খ্রিস্টভক্তরা করেছিল সাধু যোসেফের কাছে তারা ফল লাভ করেছে। প্রার্থনায় সবাই সুস্থ হোক, নিরাময় হোক - এই প্রার্থনা রইলো।

শুভেচ্ছান্তে,

ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা, পাল-পুরোহিত
ও প্যারিস কাউন্সিল এবং খ্রিস্টভক্তগণ
শুলপুর ধর্মপল্লী, মুন্সিগঞ্জ
যোগাযোগের ঠিকানা
০১৭৮৭৮২৪৯৬৫, ০১৭৩৩৯১৯৭৮৩

পর্বে নভেনার খ্রিস্টযাগ
নভেনা : ১৪ - ২২ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
সকাল : ৬:৩০ মিনিটে
বিকাল : ৪:৩০ মিনিটে

পর্বদিনের খ্রিস্টযাগ
১ম খ্রিস্টযাগ : সকাল ৭টা
২য় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০ মিনিটে

বি:দ্র: স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মাধ্যমেও আপনারা পর্বীয় খ্রিস্টযাগের শুভেচ্ছা দান দিতে পারবেন।

বিজ্ঞ/৩৩/২০২৪

৪১ তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত রাফায়েল রিবেরু
জন্ম : আগস্ট ১৭, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া

'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'

আমরা কেউ তোমাকে এখনও ভুলতে পারিনি। তোমার আদর্শ, খ্রিস্টীয় গঠন ও জীবন-যাপনের কথা আজও আমরা মনে রেখেছি। তুমি ছিলে অতীব ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক, ত্যাগী, কর্মঠ, অধ্যবসায়ী, কর্তব্যনিষ্ঠ, প্রার্থনাপূর্ণ ধার্মিক। তোমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তোমার সন্তানেরা আজ প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে সেবার কাজে নিয়োজিত।

তোমার সাথে একাত্ম হয়ে স্বর্গসুখ পেতে আমাদের ঠাকুমা-ও চলে গেছে তোমার সাথে পরম পিতার কাছে।

স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো যেন তোমার আদর্শে (ধার্মিকতা, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও ন্যায়পরায়ণতা) আমরা এই পৃথিবীতে জীবন-যাপন করতে পারি।

ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

তোমারই
শোকার্ত পরিবারবর্গ
ব্রাইট, প্রিয়ন্তি, প্রসিত, রনব সহ সকল
নাতি-নাতনীরা এবং তিন ফাদার, তিন সিস্টারসহ সকল সন্তানেরা।

বিজ্ঞ/৩৯/২০২৪

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org